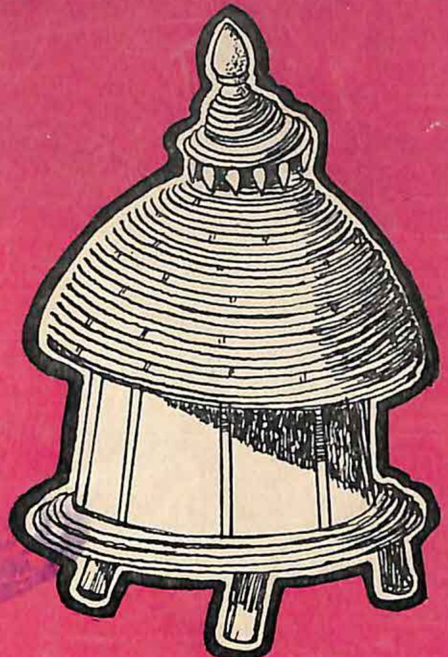
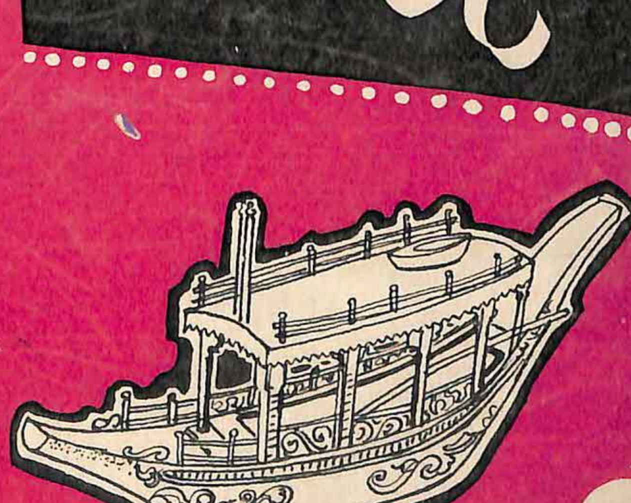


হাতের কাজ



২

হাতের কাজ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর
প্রচার-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রাকর

শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায়
অধীক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, আলিপুর

মূল্যঃ পঞ্চাশ নয়া পয়সা

[এই পুস্তিকা রচিত হয়েছে শ্রীভিখারীচরণ পট্টনায়ক লিখিত 'গৃহশিল্প'—২য় খণ্ড নামক ওড়িয়া পুস্তিকা অবলম্বনে।]

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিল্প-অধিকারের পক্ষে
স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ হইতে প্রকাশিত ও
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মুদ্রণে মুদ্রিত
মে, ১৯৫৮

হাতের কাজ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

হাতের কাজ
(দ্বিতীয় খণ্ড)

ভূমিকা

এই পুস্তিকায় কয়েকটি সহজ গৃহশিল্পের কথা বলা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে এইরকম আরও কয়েকটি গৃহশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

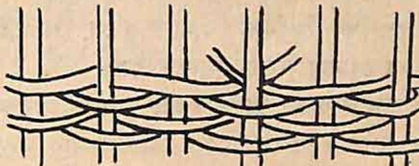
পেছে ও টুকরি

পেছে ও টুকরি বোনা সহজ কুটিরশিল্পের মধ্যে পড়ে। বাঁশ, কাঁইচ, শর, তালপাতা, তালের ছিলট, কুটা ইত্যাদি দিয়ে এসব বোনা যায়। নানা রকমের লতা, কেয়ার শেকড়, কেয়ার পাতা, আখের গাছের আগার অংশ, নারকোল খড়কে প্রভৃতি দিয়ে পেছে বোনা যেতে পারে। তালপাতায় পেছে বোনার কতকগুলি নিয়ম প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। এই খণ্ডে শর, কাঁইচ, লতা, আখের ডাঁটা, কেয়ার শেকড় ইত্যাদির সাহায্যে পেছে বোনার কতকগুলি নিয়ম দেওয়া হ'ল।

বোনার জিনিসগুলি প্রথমে বেছে নিতে হবে। বোনার সময় সেগুলিকে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। জিনিসগুলির উপর একটি ভিজা ন্যাকড়া চাপা দিয়ে রাখলে সেগুলি সব সময় ভিজে থাকবে। বোনর সময় কাছে একটি জলের পাত্র রাখবেন। প্রয়োজনমত সেই জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বোনা অংশ নরম করবার জন্য মাঝে মাঝে জল দিতে হবে। বোনার কাজ বরাবর বাঁ দিক থেকে ডান দিকে হবে। প্রথমে সরল বোনার নিয়মে ছোট ছোট জিনিস বুনে রকম রকম বোনার কায়দা গাঁট ও মোড়া দিবার নিয়মগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করা দরকার। সব সময় বোনার উপকরণের সমতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতি কাঠি, প্রতি পাত, প্রতি বাতা ও প্রতি গিঁঠকে পরস্পরের সঙ্গে যত সমান রাখতে পারবেন, বোনার জিনিসগুলি তত সুন্দর হবে। কোন কাঠি বা ফাঁদ যদি অন্য কাঠি বা ফাঁদের সঙ্গে একটুও অমিল হয় বা অসমানভাবে বোনা হয়, তা হ'লে বোনার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

বোনবার সময় এমনভাবে বসবেন যাতে হাত দু'টি ভালভাবে চালাবার পক্ষে কোন অসুবিধা না হয়। একটি চারপাই অথবা ঐ ধরনের একটি জিনিসের উপর বোনার জিনিসটিকে এমনভাবে রাখবেন যাতে সেটিকে ইচ্ছামত ঘোরানো ফেরানোর পক্ষে কোন-রকম অসুবিধা না হয়।

পেছে বুনতে উপর দিকে মুখ করে যে খুঁটি-কয়টি থাকে তাদের পায়া বলা হয়। পায়াগুলির উপর যে জিনিসটি দিয়ে বোনা হয় তাকে পাত বলা হয়। ১নং নকশায় দাঁড়ানো অবস্থার কাঠি



১নং নকশা

ছয়টিকেই পায়া বলা হয়। এই পায়াকে ছেঁদে যে ৪টি পাতের সাহায্যে পেছে বোনা হয়েছে তা হ'ল পাত।

পায়াগুলিকে প্রথমে সাজিয়ে রাখবেন দু'টি পায়ার মধ্যে একটি পাতকে আড়াআড়িভাবে নামিয়ে তা বরাবর একটি পায়ার আগের দিকে ও একটি পায়ার পিছনের দিকে ছেঁদে বসিয়ে বসিয়ে ক্রমাগত বুনে যেতে হবে।

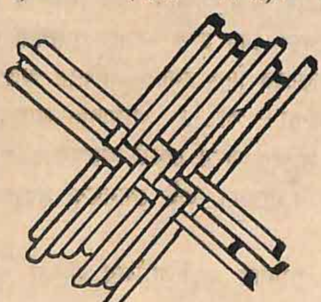
পাতটি শেষ হবার সময় সেটিকে পেছের পেটের ভিতরের দিকে রাখবেন। সেই পাতটি বড় থাকলে যেখান থেকে বের হ'ত সেই জায়গায় অন্য একটি পাত ভিতরের দিক থেকে লাগিয়ে আগেকার মতো বুনে যাবেন। পাতটি লাগাবার জায়গায় পাতটির মাথাটি সুন্দর ক'রে কেটে আগেকার পাতের সঙ্গে মিলিয়ে বুনবেন। এই বোনাকে সরল বোনা বলা হয়।

সরল বোনার খুঁটিগুলির সংখ্যা যদি বেজোড় হয় তবে প্রথম লাইনের পাত বোনার পর দ্বিতীয় লাইনে, প্রথম লাইনের পাত যে পায়ার উপর নেওয়া

হয়েছে, দ্বিতীয় লাইনের পাত তার পিছনে নেবেন; এবং প্রথম লাইনের পাতকে যে পায়ার পিছনে থাকবে, দ্বিতীয় লাইনের পাতকে সেই পায়ার উপরে নিতে হবে। এইভাবে পাত বসলেই বোনাটি ঠিক হবে। কিন্তু পায়াগুলির সংখ্যা যদি জোড় হয়, তা হ'লে এমনটা হবে না। সেইজন্য প্রথম লাইনের পর দ্বিতীয় লাইন আরম্ভ করবার সময় প্রথম লাইন যে পায়ার কাছ থেকে আরম্ভ হয়ে থাকবে, দ্বিতীয় লাইন তার একটি পায়ার আগে চাপিয়ে পাত দিয়ে বুনতে আরম্ভ করবেন। একটি পায়ার আগে ও একটি পায়ার পিছনে পাতগুলিকে বসিয়ে বুনতে হবে।

সাধারণত টুকরি ও পেছে ইত্যাদি এই সরল বোনার নিয়মেই বোনা হয়ে থাকে। সুটকেস বা অন্যান্য শৌখিন জিনিস বুনতে হ'লে, তা টুইল বা অন্যান্য বোনার নিয়মে বুনতে হয়।

টুইল বুনতে হ'লে প্রথমে একটি পাতকে যে-কোন জায়গায় লাগিয়ে তাকে এক একটি পায়ার বদলে দু'টি ক'রে পায়া ছেড়ে বুনতে হয়; অর্থাৎ দু'টি পায়ার আগে ও আর দু'টি পায়ার পিছনে পাত বসিয়ে বুনতে হয়। তাতে প্রথম লাইনে দু'টি পায়া নিচে ও দু'টি পায়া উপরে রেখে শেষ পর্যন্ত বুনতে হবে। দ্বিতীয় লাইনে প্রথম পায়াটি উপরে রেখে তারপর দু'টি পায়া নিচে ও দু'টি পায়া উপরে রেখে বুনবেন। তৃতীয় লাইনে দু'টি পায়া উপরে ও চতুর্থ লাইনে প্রথম পায়াটি নিচে রেখে পরে যথাক্রমে দু'টি ক'রে পায়া নিচে ও উপরে এবং উপরে ও নিচে বুনতে হবে। এই নিয়মেই বরাবর বুনবেন। (২নং নকশা)। গোলাকার



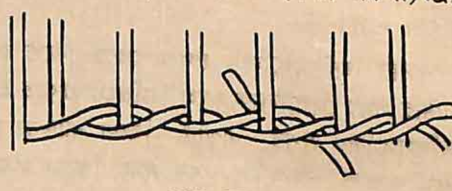
২নং নকশা

জিনিস বুনতে হ'লে পায়াগুলিকে বেজোড় রাখতে হবে। দু'টি পায়া উপরে ও দু'টি পায়া নিচে দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনলে এতে এই ফাঁদ আপনা থেকেই পড়বে।

জোড় বোনা

সাধারণত পাতে জোড় বোনা সুবিধা হয় না, পাতের বদলে কোন রকমের গোলকাঠি, খড়কে, লটা, গোটা বেত ও সেই ধরনের অন্য রকম কোন জিনিসের সাহায্যে জোড় বোনা হয়ে থাকে।

এজন্য পাতের বদলে দু'টি গোল কাঠি বেছে নিয়ে তা দিয়ে দু'টি শাখা করবেন। তার মধ্যে প্রথম একটি শাখাকে যে-কোন দু'টি পায়ার মধ্যে লাগাবেন। অন্য শাখাটিকে তার পরের দু'টি পায়ার মধ্যে অর্থাৎ প্রথম দু'টি পায়ার মধ্যে দ্বিতীয় পায়ার এবং তার পরের তৃতীয় পায়ার মধ্যে লাগিয়ে বুনতে আরম্ভ করবেন। সাধারণ দড়ি বুনতে যেরকম ভাঁজ পড়ে, ঠিক সেইরকম ভাঁজ ফেলে এই শাখা দু'টিকে বুনতে হবে। দু'টি শাখার মধ্যে বরাবর ডান দিকের শাখাকে প্রত্যেক বার বাঁদিককার শাখার উপর চড়িয়ে বুনতে হবে। (৩নং নকশা)।প্রতি-



৩নং নকশা

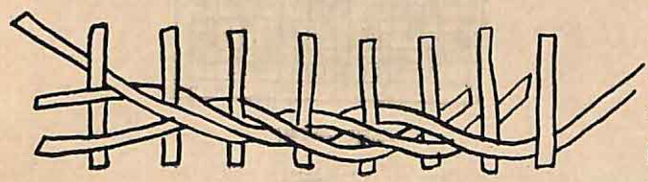
বারে একটি ক'রে পায়া প্রতি ফেরের উপর থাকবে। উপরের ছবিটি দেখলেই ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে।

তিন-শাখায় বোনা

তিনটি শাখাও এক সঙ্গে বোনা যেতে পারে। শাখা তিনটিকে প্রথমে বেছে নিয়ে তার মধ্যে একটি শাখা যে-কোন জায়গায় দু'টি পায়ার মধ্যে লাগিয়ে বুনতে আরম্ভ করবেন। অন্য দু'টি শাখার মধ্যে একটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পায়ার মধ্যে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পায়ার মধ্যে আর একটি শাখা লাগাতে হবে।

প্রথম শাখাটিকে যে দু'টি পায়ার মধ্যে লাগানো হয়েছে, তার মধ্যে দ্বিতীয় পায়ার পিছনে এবং তার

পরের দু'টি পায়ার অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ পায়ার আগে, পঞ্চম পায়ার পিছনে, ষষ্ঠ ও সপ্তম পায়ার আগে অষ্টম পায়ার পিছনে দিয়ে এই নিয়মে বুনে যেতে হবে। দ্বিতীয় শাখাটিকে ঠিক সেইমত একটি পায়ার পিছনে, দু'টি পায়ার আগে, তারপর একটি পায়ার পিছনে, এইক্রমে কাঠি ঘুরিয়ে বুনবেন। তৃতীয় শাখাটিকেও ঠিক সেইমত একটি পায়ার পিছনে, দু'টি পায়ার আগে ও তার পরের পায়ার পিছনে ঘুরিয়ে বুনে যেতে হবে। (৪নং নকশা)।

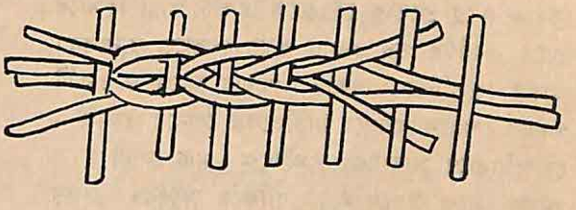


৪নং নকশা

এরপর আবার প্রথম শাখা থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাখা উপরকার নিয়ম অনুসারে বুনবেন। এইক্রমে বুনে বুনে শেষে আরম্ভের সঙ্গে এক-একটি শাখা এক-একটি ঘরে লাগিয়ে শাখাগুলিকে ভিতরের দিকে ছেড়ে দেবেন এবং বোনার অবশিষ্ট অংশগুলিকে সুন্দর ক'রে কেটে মিলিয়ে দেবেন।

চার-শাখার বোনা

চারটি শাখার সাহায্যে বুনতে হ'লে ৫নং নকশা অনুসারে প্রথমে দু'টি শাখাকে একসঙ্গে মিলিয়ে যে-কোন একটি পায়ার পিছনে লাগাবেন এবং সেই পায়াকে প্রথম পায়া ক'রে শাখাগুলিকে দ্বিতীয় পায়ার আগে নিয়ে তৃতীয় পায়ার পিছনে আলগা ক'রে ছেড়ে দেবেন। আর দু'টি শাখাকে দ্বিতীয় পায়ার পিছনে আগেকার দু'টি শাখার দু' দিকে লাগিয়ে তৃতীয় পায়ার আগে নিয়ে চতুর্থ শাখার পিছনে প্রথম দু'টি শাখার মধ্যে ছাড়বেন। সেখান থেকে আবার প্রথম শাখা দু'টিকে একসঙ্গে মিলিয়ে অর্থাৎ চতুর্থ পায়ার আগে নিয়ে পঞ্চম পায়ার পিছনে একসঙ্গে মিলিয়ে দ্বিতীয় দু'টি শাখার মধ্যে ছাড়তে হবে। (৫নং নকশা)।

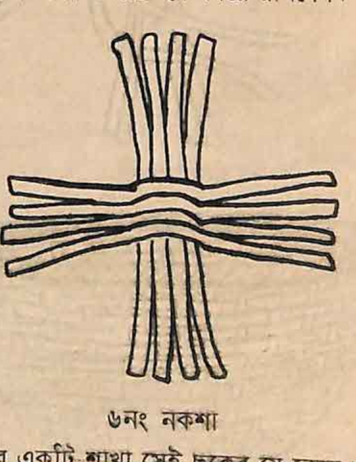


৫নং নকশা

এই ক্রমানুসারে একবার প্রথম দু'টি শাখাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দ্বিতীয় দু'টি শাখার মধ্যে এবং একবার দ্বিতীয় দু'টি শাখাকে একসঙ্গে মিলিয়ে প্রথম দু'টি শাখার মধ্যে বুনে চারদিক ঘুরিয়ে এনে আরম্ভের সঙ্গে ঠিক সেইমত বুনে শাখাগুলিকে শেষে ভিতরের দিকে ছেড়ে দেবেন এবং সেগুলির আগা কেটে মিলিয়ে দেবেন।

এইরকমের বোনা কেবল জিনিসটির শোভা বাড়াবার জন্য। তার মাঝখানে অথবা শেষে এক একবার বোনা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ জিনিসটি এই নিয়মে বুনলে তা ছিদ্রময় হবে। সেইজন্য কোন জিনিসের সবটাই এই নিয়মে বোনা হয় না।

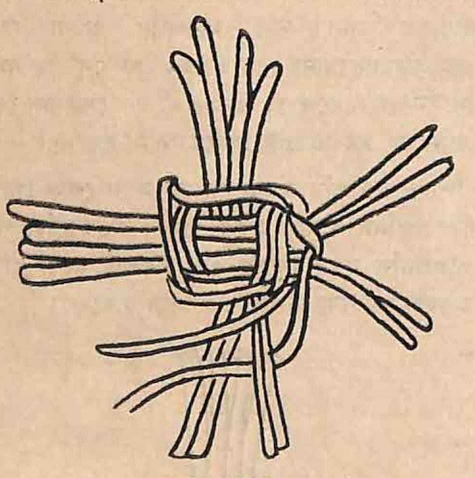
সাধারণ টুকরি অথবা পেছের মতন কোন গোলা-কার জিনিস বুনতে হ'লে, প্রথমে কতকগুলি পায়া পাশাপাশি ক'রে নিচের ৬নং নকশার মতো আরও কতকগুলি পায়া উপরে ছক দিয়ে রাখবেন।



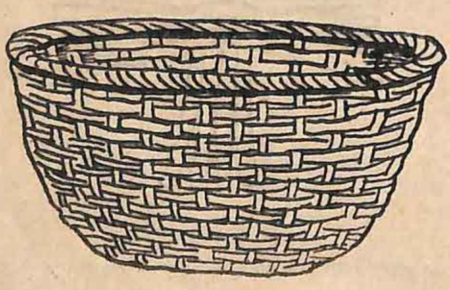
৬নং নকশা

তারপর একটি শাখা সেই ছকের যে-কোন জায়গায় ঢুকিয়ে ছকের বাইরে পায়াগুলিকে প্রথমে ছেঁদে

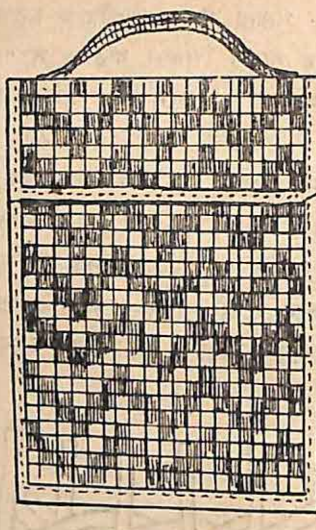
দেবেন। তারপর সেই পায়াগুলিকে একটি-একটি ক'রে কিংবা জোড়াপায়া রাখতে ইচ্ছা করলে জোড়া জোড়া ক'রে প্রত্যেক জোড়াকে একটি পায়া হিসাবে তাতে একটির পর একটি ক'রে পায়াতে বুনবেন। অর্থাৎ পাতটিকে একটি পায়ার আগে ও একটি পায়ার পিছনে ঘুরিয়ে চারদিকের বোনার তলাটি—যে-পরিমাণে আবশ্যক সেইটুকু মাত্র বোনা হ'লে পায়াগুলিকে উপরে মুড়ে বাঁকিয়ে দেবেন। উপরে তার চারিদিকে একটি দড়ি বেঁধে দিতে হবে। তারপর তাতে আগেকার মত বুনলে পেছেটির দেওয়াল বোনা হয়ে যাবে। শেষে যে-কোন জিনিসের একটি শক্ত ঘের প্রস্তুত ক'রে তাতে লাগিয়ে দেবেন। পায়াগুলিকে সেই ঘেরের উপর ঘুরিয়ে কোন অংশে ঢুকিয়ে আটকে দিতে হবে। তা হ'লে পেছে অথবা টুকরিটি বেশ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ৬-১১নং নকশাতে পায়া লাগিয়ে ও সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ক'রে বুনতে আরম্ভ ক'রে একটি শাখার



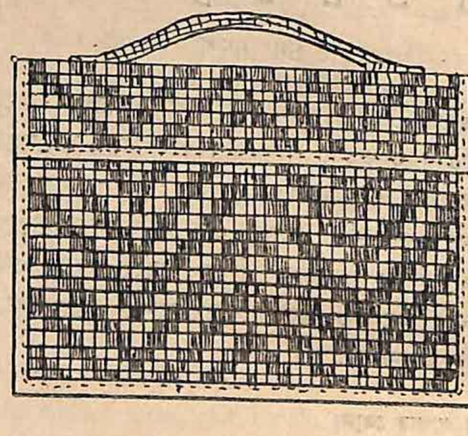
৭নং নকশা



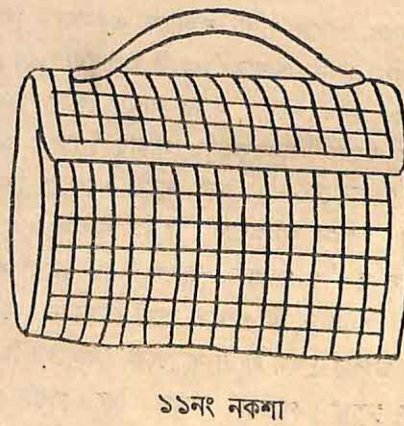
৮নং নকশা



৯নং নকশা



১০নং নকশা



১১নং নকশা

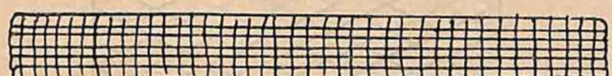
সাহায্যে সরল বোনার নিয়মে টুকরি বোনার প্রণালী দেখানো হ'ল। উপরি-উক্ত মতে পায়া সাজিয়ে তাকে একটি একটি ক'রে অথবা জোড় হিসাবে তাতে একসঙ্গে দু'টি অথবা তিনটি শাখা লাগিয়ে যে আকারের পেছে কিংবা টুকরি বানাতে ইচ্ছা করেন তা ঐ সমস্ত প্রণালীতে বুনলে খুব সুন্দর ও শক্ত হবে।

যে পেছের পায়াগুলি এক-একটি ক'রে ভাগ না ক'রে জোড় হিসাবে ভাগ করা হয়, তাতে এক জোড়া ক'রে পায়া বুনতে হয়।

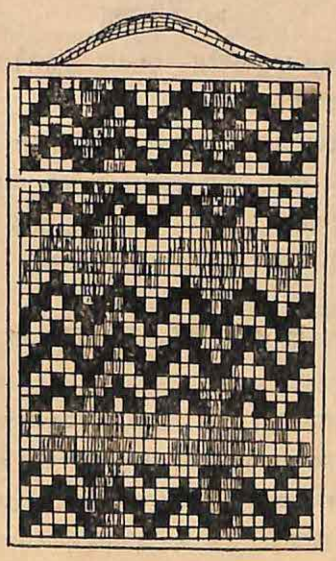
১২নং নকশায় পায়াগুলিকে জোড় সংখ্যায় রেখে তাতে একত্রে দু'টি করে শাখা লাগিয়ে বোনবার প্রণালী দেখান হয়েছে। (১২-১৬নং নকশা)।



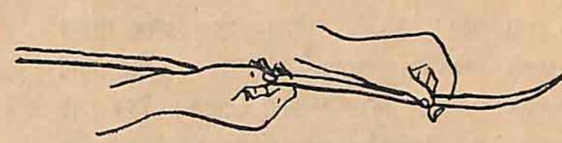
১২নং নকশ



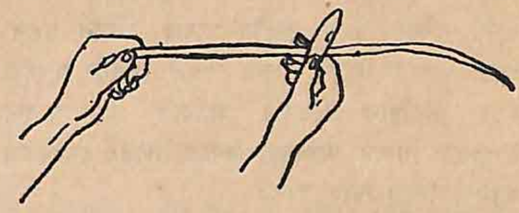
১৩নং নকশা



১৪নং নকশা



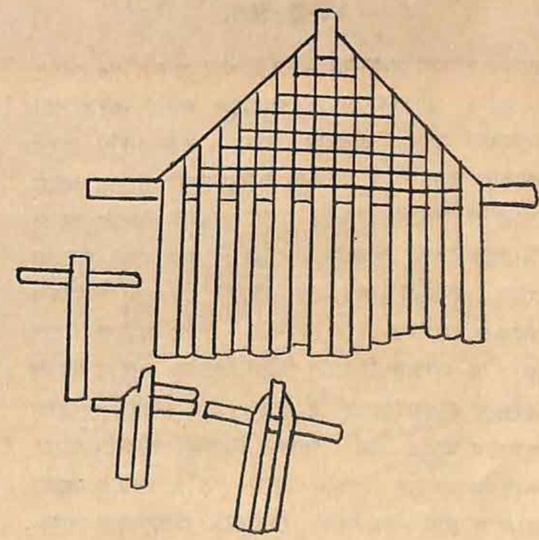
১৫নং নকশা



১৬নং নকশা

টুকরি বোনার পর তার মুখ বন্ধ করার জন্য ঢাকনা বুনতে হয়। এই ঢাকনা নানাভাবে বোনা যেতে পারে।

১৭নং নকশায় এক প্রকার মুখ বোনার প্রণালী দেখানো হ'ল। এতে পায়াগুলিকে এক-একটির বদলে এক এক জোড়া ক'রে নেওয়া হয়েছে, প্রতি জোড়া পায়াকে একটি পায়া হিসাব ক'রে প্রথমে একটি শাখার সাহায্যে এবং তার পরে দু'টি শাখার সাহায্যে জিনিসটি বোনা হয়েছে। প্রথমে যে-কোন একটি পায়াকে মুড়ে তার কাছে দু'টি পায়ার আগে



১৭নং নকশা

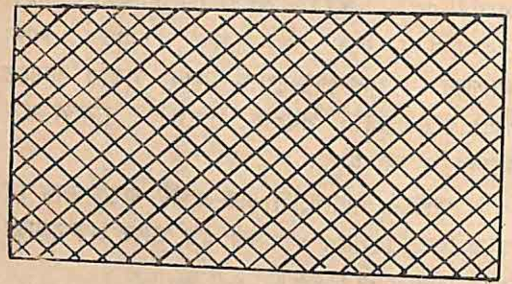
ও তার পরের তিনটি পায়ার মধ্যে প্রথম পায়ার পিছনে, দ্বিতীয় পায়ার আগে নিয়ে তৃতীয় পায়ার পিছনে ভিতরের দিকে ছাড়া হয়েছে। ঠিক সেই হিসাবে অন্য যতগুলি পায়া আছে সেগুলিকে এক-একটি ক'রে মুড়ে প্রত্যেক পায়ার পরবর্তী প্রথম দু'টি পায়ার আগে, তৃতীয় পায়ার পিছনে, চতুর্থ পায়ার আগে নিয়ে পঞ্চম পায়ার পিছনে ছাড়তে হবে। চারদিকে এইভাবে ঘুরিয়ে এনে আবার উপরকার নিয়মে আরম্ভের পায়াগুলিতেও সেইরকম বুনে মিশিয়ে দিতে হবে।

১৮নং নকশায় আর-একটি মুখ বাঁধার প্রণালী দেখানো হ'ল। এতে জিনিসটি মুড়ে পায়াতে

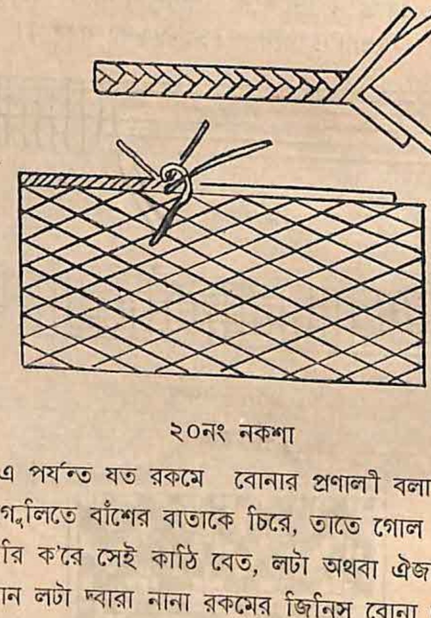


১৮নং নকশা

একটি শাখার সাহায্যে সরল রেখার প্রণালীতে বোনা হয়েছে। প্রত্যেক জোড়া পায়াকে একটি ক'রে ধরা হয়েছে। মুখ বাঁধবার জন্য এক-একটি ক'রে প্রত্যেক পায়াকে মুড়ে তার পরের প্রথম পায়ার আগে দ্বিতীয় পায়ার পিছনে নিয়ে তৃতীয় পায়ার সঙ্গে মিলিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সেই জায়গা থেকে তৃতীয় পায়াকে মুড়ে নেওয়া হয়েছে। তাকেও সেইমত তার পরবর্তী প্রথম পায়ার আগে দ্বিতীয় পায়ার পিছনে নিয়ে তৃতীয় পায়ার সঙ্গে মিশিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়মে প্রত্যেক পায়াকে মুড়ে তার পরবর্তী প্রথম পায়ার আগে, দ্বিতীয় পায়ার পিছনে নিয়ে তৃতীয় পায়ার সঙ্গে মিশিয়ে চারদিক বুনে সেইক্রমে আরম্ভের পায়া-গুলিতে বুনে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট কাঠিগুলি কেটে মিশিয়ে দিতে হবে। (১৯-২০নং নকশা)।



১৯নং নকশা



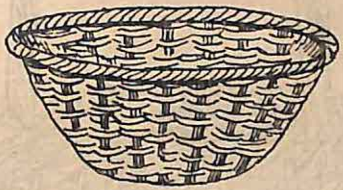
২০নং নকশা

এ পর্যন্ত যত রকমে বোনার প্রণালী বলা হ'ল সেগুলিতে বাঁশের বাতাকে চিরে, তাতে গোল কাঠি তৈরি ক'রে সেই কাঠি বেত, লটা অথবা ঐজাতীয় কোন লটা দ্বারা নানা রকমের জিনিস বোনা যেতে পারে। বোনার আগে কাঠিগুলিকে বোনার উপযোগী ক'রে তৈরি ক'রে নিতে হবে।

শ্যাম লতা বা সুঁয়া লতার বোনা

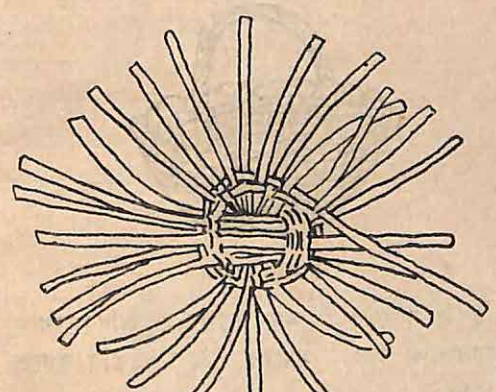
শ্যাম বা সুঁয়া লতা এক রকমের জংলী লতা। কোন কোন জায়গায় একে দুধ লতা বলা হয়। এই লতা খুব সূক্ষ্ম, সরল ও লম্বা হয়। কোন কোন জায়গার লোকেরা এই লতার সাহায্যে ঘরের চালের বাতা বেঁধে থাকে।

কাঁচা অবস্থায় একটি ছুরি দিয়ে চেঁছে দিলে, লতা জায়গাটি সহজেই বের হয়ে যায়। ছাল ছাড়াবার পর এর ভিতরের অংশটি বেশ সাদা দেখতে হয়। এই সাদা লতা দিয়ে কোনো কিছু বুনলে তা বেশ শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।



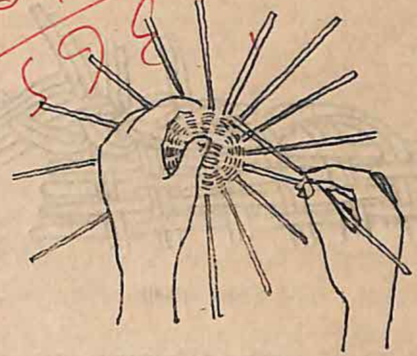
২৩নং নকশা

২৩নং নকশায় যে পেছেটি দেখানো হয়েছে, তাতে দু'টি লতাকে একসঙ্গে একটি শাখা ক'রে বোনা হয়েছে। মধ্যভাগে ৮টি শাখাতে একসঙ্গে এক লাইন বোনা হয়ে বাকি অংশ আবার দুই শাখায় বোনা হয়েছে। তারপর অবশিষ্ট পায়াকে এক-একটি ক'রে ঘুরিয়ে মুড়ে তা মুখ বাঁধা হয়েছে। (২১-২২নং নকশা)।



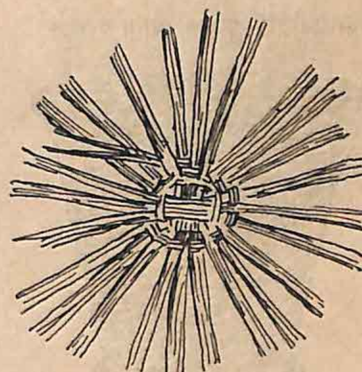
২১নং নকশা

যতদূর পর্যন্ত বোনার প্রয়োজন, তা বোনা হয়ে গেলে যতটা পায়া বাকি থাকবে তার মধ্য থেকে যে-কোন জায়গায় একটি পায়া থেকে মুখ বাঁধা আরম্ভ করবেন। সেই পায়াটি মুড়ে তার পরবর্তী দ্বিতীয় পায়াটির পিছনে তৃতীয় পায়ার আগে ও চতুর্থ পায়ার পিছনে নিয়ে পেছেটির ভিতরের দিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তেমনি তার পরবর্তী

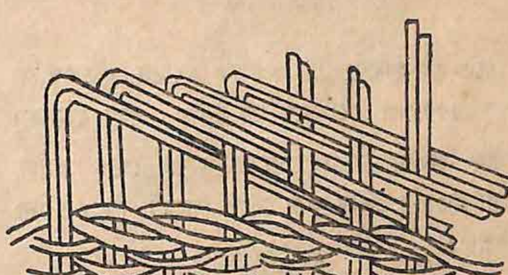


২২নং নকশা

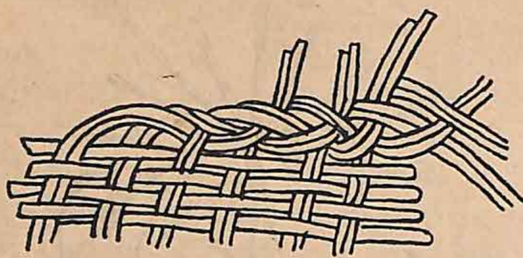
পায়াকে মুড়ে তার দ্বিতীয় পায়ার পিছনে তৃতীয় পায়ার আগে ও চতুর্থ পায়ার পিছনে নিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রণালীতে সকল পায়াগুলি সাজিয়ে পেছেটির মুখ বাঁধা হয়েছে। (২৪-২৬নং নকশা)।



২৪নং নকশা

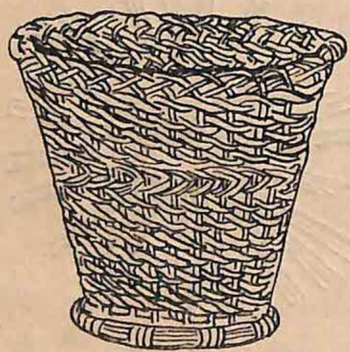


২৫নং নকশা



২৬নং নকশা

এর পর এই লতার একটি পেছের নকশা দেওয়া হ'ল। তাতে দু'টি করে লতা একসঙ্গে মুড়ে পায়াগুলিকে জোড় জোড় করা হয় আবার তাতে তিনটি ক'রে সরু লতা একসঙ্গে শাখা ক'রে সেই শাখাতে পেছেটি বোনা হয়েছে। তিনটি শাখার বোনার প্রণালী আগেই বলা হয়েছে। সেইভাবে একেও বোনা হয়েছে। কেবল পেছেটির মধ্যভাগে একটি লাইন চারিটি শাখায় বোনা হয়েছে।



২৭নং নকশা

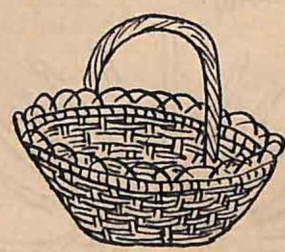
এতে যে হ্যান্ডেলটি লাগানো হয়েছে, কতকগুলি লতা একসঙ্গে জড়িয়ে তা তৈরি করা হয়েছে।

এই লতায় নানা রকমের ছোট ছোট সাজি, ডালা ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। (২৯-৩০নং নকশা)।

এই লতা দিয়ে যদি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক জিনিস তৈরি করতে চান, তা হ'লে প্রথমে কাঠের অথবা মাটির একটা ফর্মা তৈরি ক'রে নেবেন।



২৯নং নকশা



৩০নং নকশা

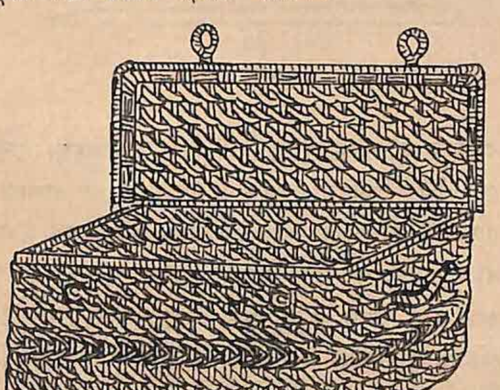
তা হ'লে সহজেই সমান মাপের ও অধিকসংখ্যক জিনিসগুলি অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি করতে পারবেন।



২৮নং নকশা

এইজন্য প্রথমে খালি তলাটি বুনে ফর্মার উপরে ফেলে অবশিষ্ট অংশটি বুনবেন। ফর্মার উপর যদি দাগ দিয়ে রাখেন তা হ'লে আরও সুবিধা হবে। ঐ দাগের উপর পায়াগুলিকে রাখবেন, তার-পর বুনতে আরম্ভ করবেন।

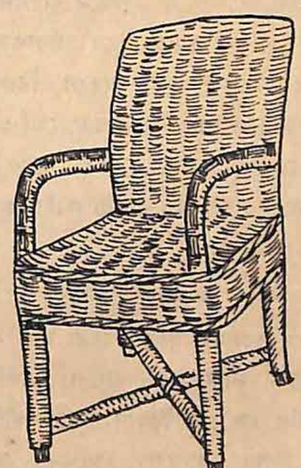
এই লতায় সুটকেশ খুব শক্ত ও সুন্দর হয়। তালপাতার চাটাই বুনতে যেমন পাতাগুলিকে সমান ক'রে চিরে বিছিয়ে নিতে হয়, এতেও সেইভাবে লতাগুলি বিছিয়ে নেবেন। জিনিসটি যতটা উঁচু করা প্রয়োজন, সেই মাপের চেয়ে একপাশে কিছুটা বেশি ছেড়ে তাতে ঠিক আগেকার মতো তালপাতার চাটাই বোনার মাপে কতকগুলি লতা বুনতে হবে। মাপ মতো তলা বোনা হয়ে গেলে তার উপরে ঠিক সেই মাপের একটি কাঠ রেখে দেবেন। কাঠটি ৬ ইঞ্চি অথবা তার চেয়ে সামান্য উঁচু হ'লে সুবিধা হবে। কাঠটিকে পা দিয়ে চেপে ধ'রে তার চারদিকে লতাগুলিকে তুলে কাঠের সঙ্গে লাগিয়ে একটি দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে দেবেন। একটি লতা যে-কোন জায়গায় লাগিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনবেন। যেখানে একটি লতা শেষ হবে, সেখানে আর-একটি লতা লাগাবেন। একটি লতা উপরে উঠিয়ে ও একটি নিচে রেখে বুনতে পারেন। অথবা দু'টি লতা উপরে তুলে এবং দু'টি লতা নিচে রেখে টুইল বোনার প্রণালীতেও বুনতে পারেন। কিংবা সঙ্গে দু'টি করে লতাও বুনতে পারেন।



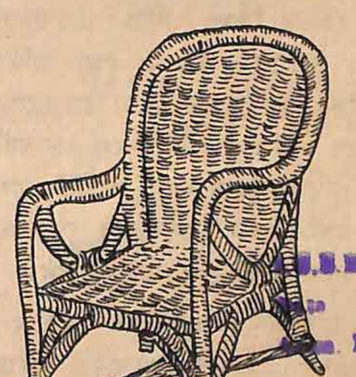
৩১নং নকশা

৩১নং নকশায় যে সুটকেশটি দেখান হয়েছে তা একটা পায়ার দু'টি শাখা একসঙ্গে বোনা হয়েছে। তার মাঝখানে একটি লাইন পূর্ববর্ণিত প্রণালীতে চারটি লতায় বোনা হয়েছে।

বাঁশে, বেতে অথবা যেখানে প্রয়োজন হবে এক একখানি কাঠ লাগিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির চেয়ার, কাউচ ইত্যাদির একটি ক'রে ফর্মা তৈরি ক'রে তার যে অংশ বোনার প্রয়োজন, সেই অংশে বেতের পাত অথবা বেতের শাঁসের পাত কিংবা বাঁশের পাতলা বাখারি লাগিয়ে তার উপর বেছে সমান মোটায় লতাগুলি বুনতে পারেন (৩২-৩৩নং নকশা)।



৩২নং নকশা



৩৩নং নকশা

কেঁশের শীষ কাঁইচ

কাঁইচের স্বাভাবিক রঙ খুব সুন্দর। এতে যে-কোন জিনিস বুনলে তা সুন্দর হবে। এই কাঁইচকে যে-কোন রঙ দিয়ে রঙ করবার চেষ্টা করুন না কেন তা অতি সহজেই সে রঙ গ্রহণ করবে। পূর্ববর্ণিত তালপাতা রঙ করার প্রণালীতে একে রঙ করতে হবে। কাঁইচের অন্য একটি নাম কেঁশের শীষ।

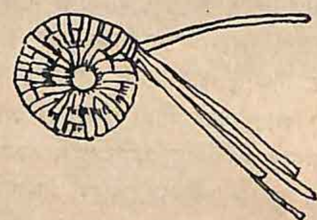
কাঁইচ বুনতে পুর বোনার প্রণালীই বেশি প্রচলিত। এই বোনার প্রণালী ইতিপূর্বে তাল-পাতা বোনার প্রণালীতে বলা হয়েছে। ঠিক সেই-ভাবে কতকগুলি পুর প্রথমে নেবেন। তারপর একটি কাঁইচকে দু' ভাগে চিরে পরিষ্কার করবেন। পরিষ্কার হয়ে গেলে সেই পাতকে, ঠিক তালপাতা পুরের উপর যেভাবে জড়াতে হয়, সেইভাবে পুরের উপর জড়িয়ে জড়িয়ে বুনতে হয়। খুব সরু জিনিস বুনতে হ'লে এক-একটি কাঁইচকে ৮ ভাগেও চিরে নিতে পারেন।

কাঁইচকে পাকা অবস্থায় চিরতে হয়। শুকিয়ে গেলে তাকে সবসময় সহজে চেরা যায় না। কাঁইচ বুনতে হ'লে নারকোল অথবা তাল বেলডোর আঁতির আঁশ (সুতা) কিংবা গোটা কাঁইচকে পুর ক'রে তার উপর বুনলে জিনিসটি দেখতে বেশ সুন্দর হয়।

কাঁইচ বোনার সময় কাছে একটি পাত্রে জল রাখবেন। কাঁইচের পাত ঐ জলে ভিজিলে তার পেটের দিক এক হাতের বুড়ো আঙুলের নখের উপর রেখে অন্য হাতে টেনে নিলে তার আঁতিগুলি সহজেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, পাতাটিও বেশ নরম হবে। পাতটি নরম হ'লে তাকে যে-কোন ভাবে ঘুরিয়ে নিজের ইচ্ছামত বুনতে পারবেন।

প্রথমে প্রয়োজনমত পুর নিয়ে তাকে ২-৩ ইঞ্চি লম্বা হওয়া পর্যন্ত, তার উপর একটি কাঁইচের পাত জড়াবেন। যদি কোনরকম গোলাকার জিনিস বুনতে চান তা হ'লে তাকে গোল ক'রে মুড়বেন। যদি চার-কোনা কোনো জিনিস বুনতে চান, তা হ'লে তাকে কেবল লম্বাভাবে দু' ভাঁজ ক'রে মুড়ে দেবেন।

এবার ঐ জড়ানো অংশের সঙ্গে খালি পুরের অংশটিকে মিলিয়ে উভয়ের উপর একবার পাতটি জড়াবেন। তারপর পাতটি কেবল একবার পুরের উপর জড়াবেন। আবার পুর ও জড়ানো অংশকে একসঙ্গে মিলিয়ে তার উপর জড়াবেন। এভাবে একবার খালি পুরের উপর, ও একবার পুর ও বোনা অংশ উভয়ের উপর পাতটি জড়িয়ে জড়িয়ে বুনবেন। (৩৪নং নকশা)।



৩৪নং নকশা

কতকটা বোনা হয়ে গেলে, বোনা অংশের ভিতর ঐ পাত ঢোকান খুবই কঠিন হবে। সেজন্য ৩৫নং নকশা অনুসারে একটি পাতলা ও শক্ত বাখারির

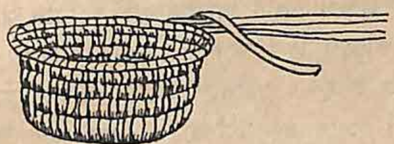


৩৫নং নকশা

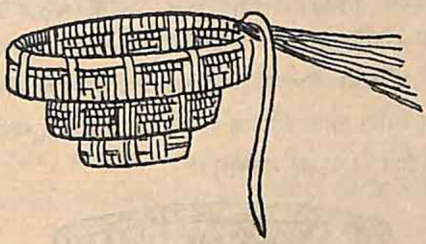
অংশকে ছুঁচালো ক'রে, সেটিকে কাছে রাখবেন। সেই গোঁজটিকে বোনা অংশে ঢুকিয়ে পাত চালাবার রাস্তাটি পরিষ্কার ক'রে নেবেন। পুর শেষ হবার সময় একসঙ্গে তার সঙ্গে বেশি পুর না জুড়ে ক্রমে ক্রমে অল্প ক'রে পুর জুড়বেন। সেইভাবে বোনার কাঁইচটিও শেষ হ'লে তার সঙ্গে অন্য একটি জুড়ে নেবেন।

ক্রমাগত এই প্রণালীতে বুনে, যে জিনিসটি বোনার আবশ্যক প্রথমে তার তলাটি তৈরি ক'রে নেবেন।

(৩৬নং নকশা)। তারপর ক্রমে জিনিসটির তলা বুনে পুরকে উপরে তুলে জিনিসটির চারপাশ বুনবেন। (৩৭নং নকশা)।



৩৬নং নকশা



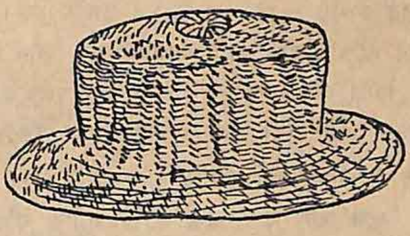
৩৭নং নকশা

ডালা, প্যাঁটরা, গোল পাখা, কৌটা ইত্যাদি নানান রকমের জিনিস এই প্রণালীতে বোনা যেতে পারে। প্যাঁটরা অথবা কৌটা করতে হ'লে প্রথমে উপরি-উক্ত নিয়মে বুনে তারপর ডালাটি ঠিক সেই প্রণালীতে বুনে প্যাঁটরা অথবা কৌটার জন্য ঢাকনা তৈরি ক'রে নেবেন। (৩৮নং নকশা)।



৩৮নং নকশা

এক-একটি আস্ত কাঁইচের পুর দিয়ে খুব সরু ক'রে চেরা কাঁইচ দিয়ে সুন্দর হ্যাট বোনা যেতে পারে। (৩৯নং নকশা)।

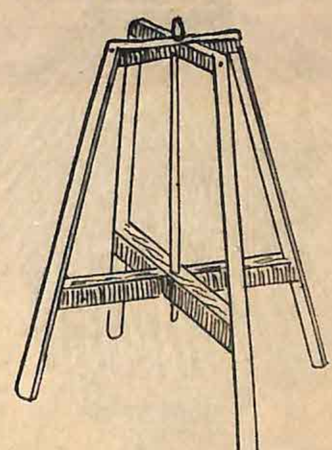


৩৯নং নকশা

গ্রামে যাঁরা কাঁইচ বোনেন, তাঁদের নমুনা অনুসারে বুনতে অভ্যাস করাতে একমাত্র সহজ উপায় যে, এক-একটি জিনিসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাপের এক-একটি ফর্মা দিয়ে, সেই ফর্মা অনুসারে সেগুলি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে পারেন। এর জন্য প্রথমে কতকগুলি জিনিস বেছে ঠিক করতে হবে। সেগুলির জন্য সহজ ও সরল ফর্মা তৈরি করা প্রয়োজন।

কাঁইচের বাজে-কাগজ ফেলা টুকরি

ঠিক সমান মাপের ও সমান রকমের বাজে-কাগজের টুকরি বা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট বোনার জন্য প্রথমে ৪০নং নকশা অনুসারে একটি ফর্মা তৈরি করবেন।



৪০নং নকশা

ছবিতে দেখুন এই ফর্মাটির নিচে দু'টি ও উপরে দু'টি ক'রে কাঠের ছক ক'রে লাগানো আছে, এর

উপরের ছকটি ছোট ও তলের ছকটি বড়। ছক দ্ব'টির মধ্যে একটি কাঠি লাগাতে হয়, আর চারটি বাতা দিয়ে ছক দ্ব'টির অন্য ভাগ সংযুক্ত করা হয়েছে। এই বাতা চারটি পায়ার কাজ করবে।

এই টুকরির জন্য ফর্মার ছক দ্ব'টি উপর থেকে মাপ নিয়ে সরু বাখারিতে দ্ব'টি মুণ্ডি বাঁধবেন। (৪১-৪২নং নকশা)। ছোট মুণ্ডিটি বের ক'রে নিয়ে

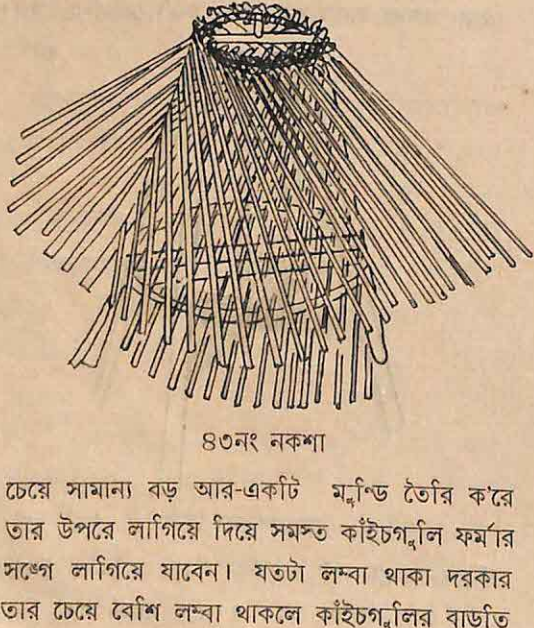


৪১নং নকশা



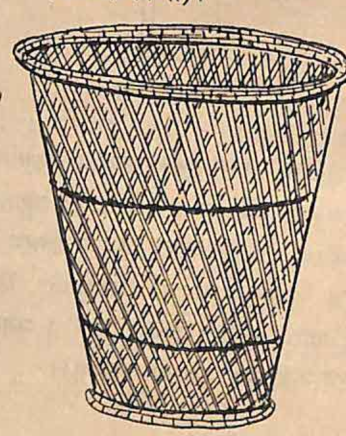
৪২নং নকশা

তাতে সুতা, কাপড়ের পাড় অথবা কলার বাসনা কিংবা কোনরকম দড়ি দিয়ে কাঁইচগুলিকে জড়িয়ে জড়িয়ে লাগাবেন। তারপর তাকে ফর্মার উপর বসাবেন। (৪৩নং নকশা)। সেই ছোট মুণ্ডির



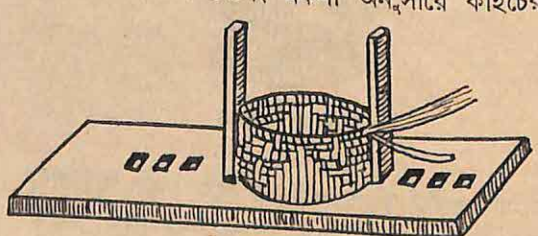
৪৩নং নকশা

চেয়ে সামান্য বড় আর-একটি মুণ্ডি তৈরি ক'রে তার উপরে লাগিয়ে দিয়ে সমস্ত কাঁইচগুলি ফর্মার সঙ্গে লাগিয়ে যাবেন। যতটা লম্বা থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি লম্বা থাকলে কাঁইচগুলির বাড়তি অংশ কেটে দেবেন। কাঁইচগুলিকে সামান্য ব্যবধানে উপযুক্ত জায়গায় বসিয়ে তার পেটের যে-কোন জায়গায় একটি নারকোলের খড়কে বসিয়ে তার উপর এই পাত দিয়ে ছক ফেলে বা কেবল বাঁকাভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে একটি জায়গায় বুনে ঘুরিয়ে আনলে সমস্ত কাঁইচগুলি চেপে থাকবে। তারপর আর যতগুলি ইচ্ছে এ ধরনের কাঠি বসিয়ে বুনতে পারেন। শেষে বড় মুণ্ডিটির ওপর আর একটি বাতা বসিয়ে তাকে বড় মুণ্ডিটির সঙ্গে বাঁধবেন। তা হ'লে কাঁইচগুলি দ্ব'টি বাতার মধ্যে থেকে বেশ শক্ত হয়ে যাবে। তারপর তার তলায় খড়কেকাঠি জুড়ে একটি বোনা পটি লাগিয়ে তলার ও উপরের উভয় মুণ্ডির উপরে যে-কোন রকমে বুনে দিলে কিংবা খালি পাত জড়িয়ে দিলে জিনিসটি সুন্দর ও শক্ত হবে। (৪৪নং নকশা)।



৪৪নং নকশা

একটি ফর্মার সাহায্যে বুনে যতগুলি জিনিস তৈরি করবেন, সেগুলি একই মাপের ও একই রকমের হবে। সেইরকম ৪৫নং নকশা অনুসারে কাঁইচের



৪৫নং নকশা

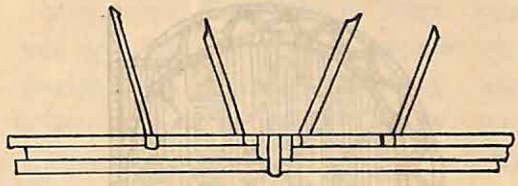
গোল প্যাঁটরা বোনার জন্য কেবল একটি ২ ইঞ্চি চওড়া ১ ইঞ্চি মোটা ও ১২ ইঞ্চি লম্বা পাটা হ'লেই চলে। তাতে ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ ইঞ্চি বা যে মাপের প্যাঁটরা করতে ইচ্ছা করবেন, ততখানি অন্তর দু' পাশে এক-একটি ক'রে গর্ত কাটবেন, ১ ইঞ্চি চওড়ার দু'টি খিল চেঁছে রাখবেন। যখন যে মাপের প্যাঁটরা তৈরি করবেন সেই মাপে এই পাটার গর্তে খিল দু'টি বসিয়ে দিয়ে, সেই মাপে তলাটি গোল ক'রে বুনে সেই খিল দু'টির মধ্যে বসিয়ে দেবেন। তার দু' পাশ যেন ঐ খিলের দু' পাশে লেগে যায়।

পরে চারপাশ অর্থাৎ দেওয়াল বুনবেন। যতখানি উঁচু করবেন খিল দু'টির সঙ্গে লাগিয়ে লাগিয়ে বুনলে সহজেই ঠিক সেই মাপে চলবে। তাতে পাশের মাপ কম-বেশি হবে না কিন্তু সোজা উঠবে। একমাপে যতগুলি প্যাঁটরা তৈরি করতে ইচ্ছা করবেন, ঠিক ততগুলি প্যাঁটরা করতে পারবেন।

গোটা কাঁইচ বোনা পাখা

গোটা কাঁইচ দিয়ে অনেক রকমের পাখা তৈরি করা যেতে পারে। পাখা বোনার জন্য প্রথমে সমান মোটা কতকগুলি কাঁইচ বেছে রাখবেন এবং কাঁইচ-পাতাগুলিকে পরিষ্কার ক'রে তার আঁতি বের ক'রে দিয়ে ভাগভাগ ক'রে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের রঙ ক'রে নেবেন। পাখার যে জায়গায় যে রঙ দিতে চান সেই অনুসারে প্রথমে একটি কাগজের উপর রঙীন নকশা ক'রে নেবেন। সেই নকশার মাপে ও রঙে পাখাটিকে বুনে যাবেন। নকশার দিকে নজর রেখে পাখাটিকে একপাশ থেকে বুনতে আরম্ভ করবেন। প্রথমে দু'টি কাঁইচ ধরবেন ও তার একটি জায়গায় একটি কাঁইচ পাত জুড়ে দেবেন। নকশার মাপ অনুসারে যতগুলি জায়গায় যতগুলি পাত লাগাবার প্রয়োজন হবে, ততগুলি পাত ততগুলি জায়গায় লাগাবেন। বোনার সময় যেখানে পাত লাগাতে হবে, সেখানে তা লাগাবেন ও জুড়বেন। (৪৬নং নকশা)।

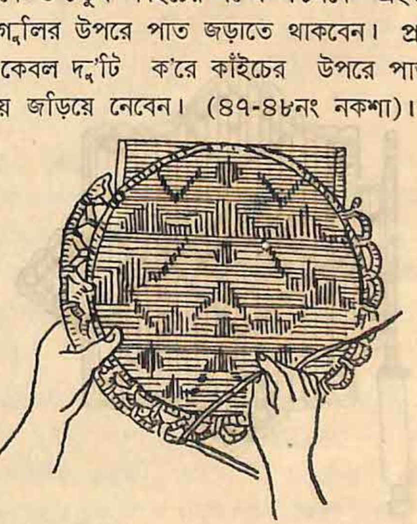
প্রথমে দু'টি কাঁইচে আর-একটি কাঁইচ জুড়বেন এবং তাকে প্রথম কাঁইচের মধ্যে দ্বিতীয় কাঁইচের



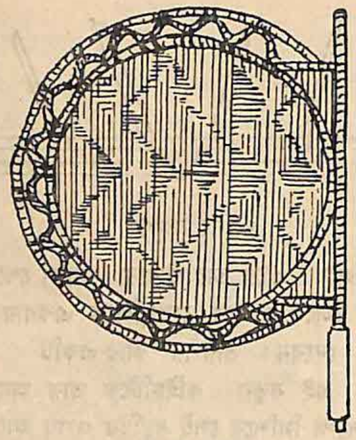
৪৬নং নকশা

সঙ্গে মিলিয়ে ধ'রে তার উপরে আগে থেকে যে পাতগুলি লেগে থাকবে, সেগুলিকে একবার ক'রে জড়িয়ে দেবেন। তারপর আর-একটি কাঁইচ জুড়বেন। এই নতুন কাঁইচটিকে তার আগেকার কাঁইচের সঙ্গে মিশিয়ে সেই দু'টির ওপর আগেকার পাতগুলিকে একবার ক'রে জুড়ে দেবেন। এইভাবে যতগুলি নতুন কাঁইচ জুড়বেন তাকে তার আগে জোড়া কাঁইচের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে ধ'রে সেগুলির উপর একবার ক'রে কাঁইচপাত জড়িয়ে দিতে থাকবেন।

পাতগুলি জড়াতে থাকবেন, নকশা অনুসারে সেগুলি যেদিকে যেতে থাকবে তার দিক পরিবর্তন করতে হ'লে তাদের উলটিয়ে বুনতে হবে। উলটিয়ে বোনার সময় যে কাঁইচ থেকে বোনা ফেরাবেন সেই কাঁইচটিকে প্রথম ব'লে ধরবেন। তারপর দ্বিতীয় কাঁইচের সঙ্গে তৃতীয়কে, তৃতীয় কাঁইচের সঙ্গে চতুর্থকে ও চতুর্থ কাঁইচের সঙ্গে পঞ্চমকে—এইভাবে কাঁইচগুলির উপরে পাত জড়াতে থাকবেন। প্রতি-বারে কেবল দু'টি ক'রে কাঁইচের উপরে পাতটি জড়িয়ে জড়িয়ে নেবেন। (৪৭-৪৮নং নকশা)।



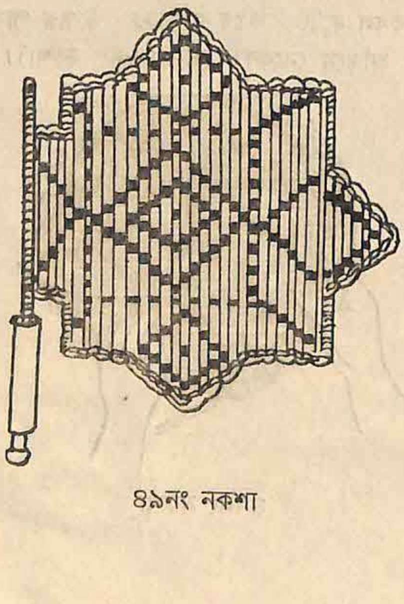
৪৭নং নকশা



৪৮নং নকশা

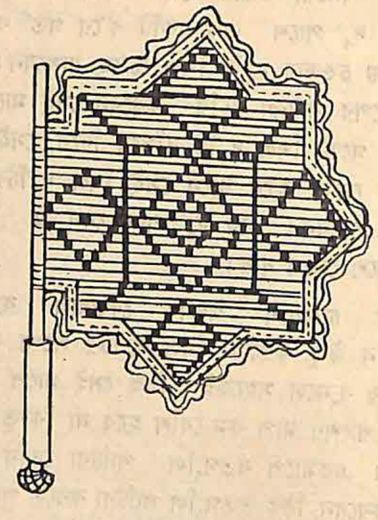
পাখায় নির্ধারিত আকারে বোনা শেষ হ'লে তার চারদিক কেটে দিয়ে ধারের দু' পাশ থেকে দু'টি সরু সরু মুণ্ডি লাগাবেন। মুণ্ডি দু'টির উপরে ভিন্ন রঙের চেরা কাঁইচপাত জড়িয়ে দেবেন।

এই প্রণালীতে বুনে চারকোণা বা অন্য যত কোণের ও যে আকারের পাখা করতে ইচ্ছা করবেন, সেই আকারের পাখা করতে পারেন। নিচে পাখাটির যে নকশা দেওয়া হয়েছে, তাতে অনেকগুলি কোণ আছে। উপরি-উক্ত প্রণালীতে পাখা বুনে তাতে মুণ্ডি লাগান। ৪৯নং নকশা অনুসারে চারদিক



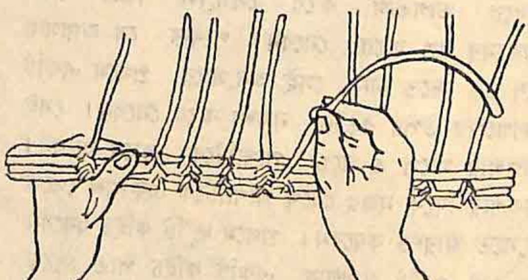
৪৯নং নকশা

শক্ত ক'রে মুখ বাঁধা হওয়ায় এই পাখাটি শক্ত হয়ে আছে। আর ৫০নং নকশায় বাঁটটি পাখায় বোনা কাঁইচের একটি মাথায় আড়াআড়িভাবে লেগেছে।



৫০নং নকশা

পাখাটিকে ৫০নং নকশার মত বুনে তার চারদিকে কোন রকমের শক্ত জিনিস না লাগিয়ে ও সেইমত মুখ না বেঁধে যদি তার ধারে কেবল ½ ইঞ্চি পর্যন্ত ৫১নং নকশার মত কাঁইচ পাত দ্বারা বুনে দেন



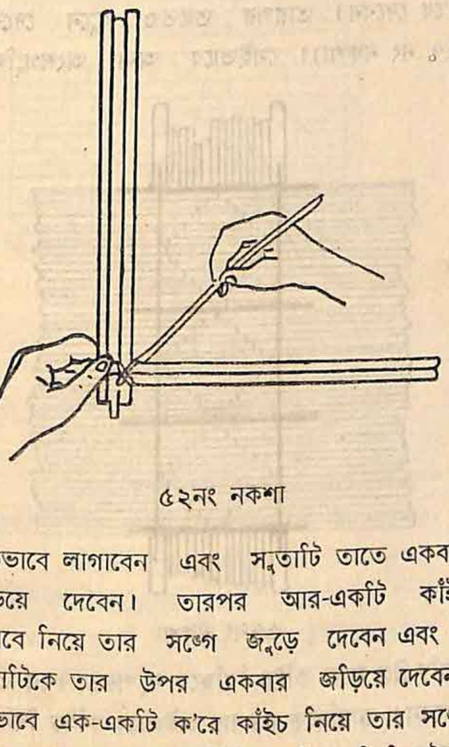
৫১নং নকশা

এবং বাঁটকে ৫০নং নকশার মত কাঁইচগুলি আড়ে না লাগিয়ে যদি কাঁইচগুলির সঙ্গে মিলিয়ে সেগুলি যেভাবে বোনা হয়েছে ঠিক সেইভাবে লাগান, তবে পাখাটি বাঁটের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা যেতে পারবে।

ডবল কাঁইচ বোনা

এক পরত গোটা কাঁইচের উপর আর-এক পরত গোটা কাঁইচ আড়ভাবে লাগিয়ে তাতে সুন্দর পাখা, বাক্স ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করা যেতে পারে। আড়ভাবে দুই পরত গোটা কাঁইচ থাকলে তাতে যে জিনিস তৈরি হবে তা বেশ শক্ত হবে। কিন্তু একে কাঁইচের পাত দিয়ে ছাঁদতে পারা যাবে না। একে সুতা দিয়ে ছাঁদতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিত্র ক'রে ছাঁদলে এতে জিনিসগুলি দেখতে খুব সুন্দর হয়।

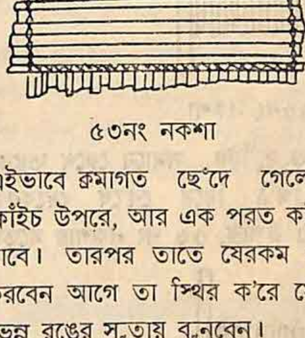
প্রথমে দু'টি কাঁইচ একসঙ্গে জুড়ে ধরবেন। তার একটি মাথায় একটি সুতা বাঁধবেন। আর একটি কাঁইচ নিয়ে ৫২ নং নকশা অনুসারে তাতে



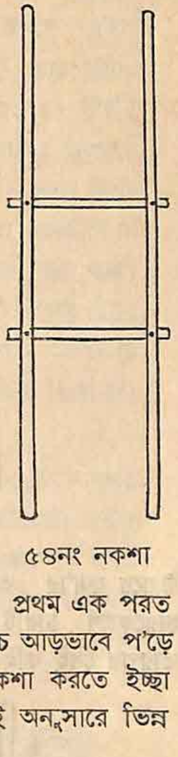
৫২নং নকশা

আড়ভাবে লাগাবেন এবং সুতাটি তাতে একবার জড়িয়ে দেবেন। তারপর আর-একটি কাঁইচ ঐভাবে নিয়ে তার সঙ্গে জুড়ে দেবেন এবং ঐ সুতাটিকে তার উপর একবার জড়িয়ে দেবেন। এইভাবে এক-একটি ক'রে কাঁইচ নিয়ে তার সঙ্গে জুড়ে জুড়ে ও সুতায় জড়িয়ে জড়িয়ে জিনিসটাকে যত লম্বা ও চওড়া করবেন, সেই পরিমাণ পর্যন্ত প্রথম কাঁইচ দু'টির উপরে এই কাঁইচগুলি এক পরত আড়ভাবে ছেঁদে দেবেন।

তারপর তাকে উলটে ধরবেন। উলটে ধরলে প্রথম দু'টি কাঁইচ উপরে থাকবে এবং ছাঁদা কাঁইচ পরতটির নিচে থাকবে। এইবার সেই কাঁইচ দু'টির সঙ্গে আর এক-একটি কাঁইচ জুড়ে প্রতিবারে প্রতি কাঁইচের দুই শাখাকে ছাঁদা কাঁইচ পরতটির দুইপাশে শেষ দু'টি ক'রে কাঁইচের সঙ্গে ছেঁদে দিতে থাকবেন। (৫৩ নং নকশা)।



৫৩নং নকশা



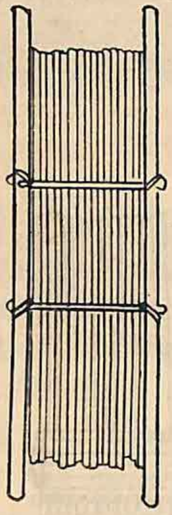
৫৪নং নকশা

এইভাবে ক্রমাগত ছেঁদে গেলে প্রথম এক পরত কাঁইচ উপরে, আর এক পরত কাঁইচ আড়ভাবে প'ড়ে যাবে। তারপর তাতে যেরকম নকশা করতে ইচ্ছা করবেন আগে তা স্থির ক'রে সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতায় বুনবেন।

এতে প্রথমে এই কাঁইচকে দু'পরত করা যত কঠিন তাকে বুনতে তত কঠিন বোধ হয় না। কাঁইচগুলি সহজেই চিকন। একটি পরতের উপর অন্য একটি পরত বসাবার সময় এধার-ওধার হয়ে খ'সে যায়, এতে জিনিসটি বাঁকাচোরা হয়ে যেতে পারে।

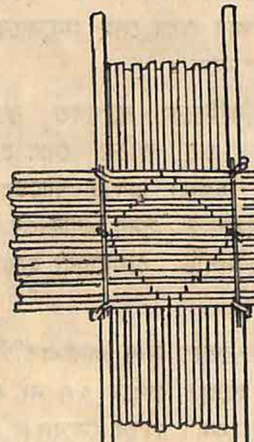
কাঁইচকে দু'পরত করার জন্য আর-একটি সহজ উপায় এখানে বলা হচ্ছে। প্রথমে ৫৪ নং নকশার মত আগেই একটি ফর্মা বেঁধে নেবেন। ফর্মাটি বাঁশের বাতায় করতে পারা যায় কিংবা লোহার পাত দিয়ে করতে পারেন।

প্রথমে সেই ফর্মায় কেবল তার মধ্যের চারকোণা অংশের উপরে কতকগুলি কাঁইচ বিছিয়ে দিয়ে তাকে হাতে খেলিয়ে দেবেন এবং দু'মাথা হাত দিয়ে সমান ক'রে দেবেন। তা হ'লে সহজেই সেই জায়গায় এক পরত কাঁইচ বিছানো হয়ে যাবে। ৫৫ নং নকশার মতো দু'টি পাত সেই কাঁইচের



৫৫নং নকশা

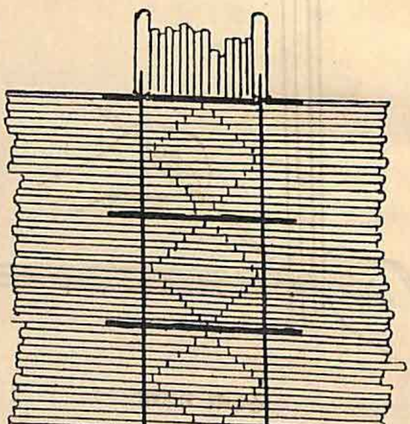
উপরে ফর্মার আড়ি দু'টির সমানে রেখে তাকে চারকোণে চারটি গিঁঠ দিয়ে বেঁধে দেবেন। তারপর সেই কাঁইচের উপরে, ৫৬ নং নকশার মতো



৫৬নং নকশা

আর এক পরত কাঁইচ আড়ভাবে বিছিয়ে নিতে হবে। তার উপরে আর দু'টি ছোট ছোট পাত ফর্মার বাহু দু'টির সমানে রেখে চারটি গিঁঠ বেঁধে দেবেন। এতে এই চারকোণা অংশটিতে সম্পূর্ণ দু'পরত কাঁইচ স্থিরভাবে থাকবে। এই অংশটিতে বুনে দিলে তা শক্ত হয়ে যাবে। এর পর যেসকল ছোট ছোট পাত লাগান হচ্ছিল, সেগুলিকে খুলে বের ক'রে দেবেন।

মাঝের চারকোণা অংশটি শক্ত হ'লে তার চারদিকের অবশিষ্ট অংশগুলিতে আড়ভাবে কাঁইচ লাগিয়ে সেইসকল অংশকে দু'পরত করা সহজ হবে। তাতে কাঁইচ জুড়তে সেই অংশের মধ্যে একটি পাশ সমান রেখে বিছিয়ে দেবেন, এবং সেই অংশ উপরে পাত দিয়ে চারকোণে চারটি গিঁঠ বেঁধে দেবেন। তারপর তাতেও বুনে দেবেন। (৫৭ নং নকশা)। সেইভাবে অন্য অংশগুলিতে



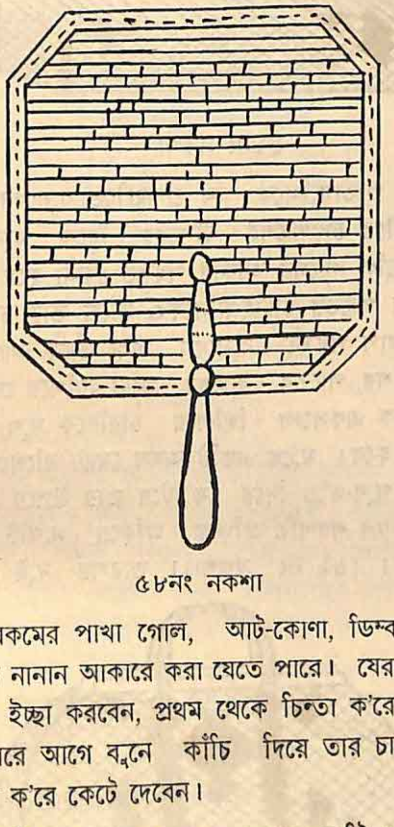
৫৭নং নকশা

উপরি-উক্ত মতে কাঁইচ বিছিয়ে দু'পরত ক'রে তাকে বুনবেন। চারদিকে চারবার এইভাবে কাঁইচ বিছিয়ে বুনতে হবে। সমস্ত জিনিসটি দু'পরত হয়ে গেলে তাতে যেরকম নকশা করতে চান সেইমত নকশা ক'রে তা লক্ষ্য ক'রে বুনতে পারেন। এতে যেরকম নকশা করবেন তা আগে থেকে এঁকে

রাখবেন বা মনে স্থির ক'রে নেবেন। সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতায় ছুঁচ দিয়ে বুনে যেতে হবে।

কাঁইচগুলি দু'পরত হ'লে তার জালের মত ছিদ্র দেখা যাবে।

এতে হাতপাখা করতে যেটুকু বোনার প্রয়োজন এবং আগেকার নকশা অনুসারে যেদিকে যেভাবে বোনার প্রয়োজন তা বোনার পর বোনা না হয়ে থাকা অংশকে ৫৮ নং নকশার মতো চারকোণ থেকে কেটে দিলে, আট-কোণার একটি সুন্দর পাখা হবে।



৫৮নং নকশা

এইরকমের পাখা গোল, আট-কোণা, ডিম্বাকৃতি প্রভৃতি নানান আকারে করা যেতে পারে। যেরকমের করতে ইচ্ছা করবেন, প্রথম থেকে চিন্তা ক'রে সেই অনুসারে আগে বুনে কাঁচি দিয়ে তার চারপাশ সুন্দর ক'রে কেটে দেবেন।

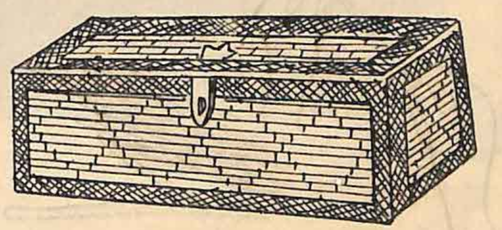
পাখাটির ধারে ধারে অল্প চওড়া একটি ন্যাকড়া দিয়ে চারদিক সেলাই ক'রে দিয়ে পাশ বাঁধবেন, এবং ন্যাকড়ার পাশেপাশে দু'টি ক'রে গোটা কাঁইচ দু'পাশে বসিয়ে মধ্যে মধ্যে এক-একটি টাকু মেরে দিলে পাখাটি দেখতে আরও সুন্দর হবে।

শেষে ৫৮ নং নকশা অনুসারে একটি কাঠের হ্যান্ডেল লাগিয়ে দিলে অতি সুন্দর একটি হাত-পাখা হবে।

ডবল কাঁইচের বাক্স

আগেকার নিয়মেতে ডবল কাঁইচ বুনে নানা-রকমের চারকোণা বাক্স বা অন্যান্য জিনিস সহজেই করতে পারা যায়। একটি বাক্স করতে হ'লে বাক্সের উপরের ডালার মাপের একটি, তার তলার মাপের একটি, ও চারপাশের মাপের চারটি এইরকম ছয়টি পাটা বুনে সেগুলি বাক্সের আকারে জুড়ে সুতা দিয়ে বেঁধে দেবেন। কেবল উপর ডালার একপাশে সুতার শিকল দিয়ে আটকাইবেন যাতে তা সহজে খুলতে ও বন্ধ করতে পারা যায়। অন্যদিকেও সেইমত একটি সুতার শিকল বুনে লাগিয়ে দেবেন। বাক্সের গায়ে একটি ফিতা বা চামড়া লাগিয়ে একটি টিপকল আটকে দিলে তা সহজেই বন্ধ করা যাবে।

ডালার উপরের চারপাশে এবং প্রতি পাশের চারদিকে সমান মোটা দু'টি ক'রে মোটা কাঁইচ বসিয়ে প্রতি লাইনে ৩, ৪ বা ৫টি জায়গায় ছুঁচ দিয়ে সেলাই ক'রে আটকে দেবেন; অথবা কাঁইচের একটি পটি বুনে চারদিকে বসিয়ে দেবেন। (৫৯ নং নকশা)।



৫৯নং নকশা

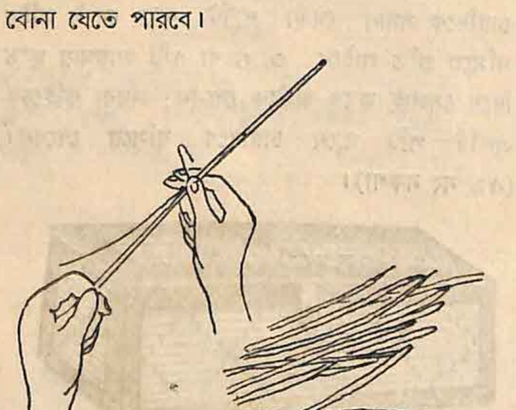
বাক্সের ভিতরে খাপ করবার জন্য তার ভিতরটি মাপ ক'রে যেখানে যত লম্বা ও যত চওড়ার প্রয়োজন, সেই মাপে উপরকার প্রণালীতে এক-একটি ডবল কাঁইচের পাটা বুনে, তাকে ছুঁচ দিয়ে আটকে সেটিকে বাক্সের ভিতর বসিয়ে দেবেন।

সেইমত যে মাপের অন্যান্য চারকোণা যেসকল জিনিস করতে ইচ্ছা করবেন, উপরি-উক্ত প্রণালীতে ডবল কাঁইচের এক-একটি তক্তা বুনে তাদের জুড়ে সেইসকল জিনিস তৈরি করা চলে।

শর

নদীর চরে বহু শরগাছ জন্মে থাকে। শরকাঠির স্বাভাবিক রঙ যেমন সুন্দর, তার উপরটিও ঠিক সেইরকম চিকন। শর দিয়ে অনেক রকম জিনিস তৈরি করা যায়। শরের পাত দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাক্স, ব্যাগ ইত্যাদি বানাতে পারেন।

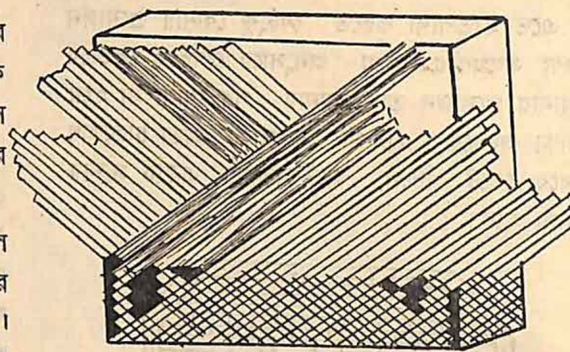
শরকাঠিগুলি সরু ক'রে চিরে তাকে জলে ভিজিয়ে নেবেন। ভিজে যাবার পর একটি ছুরি দিয়ে চেঁছে দিলে তার আঁতি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আঁতিগুলি পরিষ্কার করার পর সমান সমান মোটা কতকগুলি পাত তৈরি করবেন। (৬০ নং নকশা)। তালপাতার চাটাই বোনার যতরকম প্রণালী এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে সেগুলির সাহায্যে এই শরের পাতগুলি দিয়ে বোনা যেতে পারবে।



৬০নং নকশা

এই পাত দিয়ে ব্যাগ করতে হ'লে যে-কোন প্রণালীর সাহায্যে একটি চাটাই বুনে নেবেন। ঠিক সেই মাপে সাধারণ বাঁশের পাতেও একটি চাটাই সরলরেখার প্রণালীতে বুনবেন।

ব্যাগটির তলার মাপে বোনা হয়ে গেলে, তার উপর একটি পাটা রেখে চারপাশের পাতাগুলিকে বাঁকা ক'রে উপরের দিকে মুড়ে দেবেন। পাটার বদলে একটি ফর্মা তৈরি ক'রে বসিয়ে বুনলে আরও সুবিধা হবে। (৬১ নং নকশা)। এইবারে



৬১নং নকশা

শরের পাতাগুলিকে যে প্রণালীতে বুনবেন, সেই প্রণালীতে চারপাশেই উপরের দিকে বুনবেন। পাতগুলি ব্যাগের আকার পর্যন্ত বোনা হয়ে গেলে বাঁশের পাতের চাটাইখানিকেও মুড়ে তার চারদিক সেই মাপ পর্যন্ত বুনবেন এবং তাকে আগেকার তৈরি শর, পাতের ব্যাগের মধ্যে লাগিয়ে দেবেন। দুটিকে একসঙ্গে মিলিয়ে চারদিকে মুখ বেঁধে দিতে হবে। মুখে একটি অল্প মোটা বাঁশের পাত দিয়ে গুণ-ছুঁচ দিয়ে ফুটিয়ে তার উপরে কেবল সরলভাবে শরপাত জড়িয়ে জড়িয়ে মুখটি বেঁধে দেবেন। (৬২ নং নকশা)। তারপর দুই মাথা



৬২নং নকশা

মুড়ে দেবেন এবং দু'পাশে দু'খানি হ্যান্ডেল লাগিয়ে দেবেন। বন্ধ করবার জন্য একপাশে দু'টি আঁকশি ও অন্যপাশে দু'টি শুঁড়শো লাগিয়ে একটি কাঠি লাগিয়ে দেবেন। প্রথম খণ্ডে তালছিলটের ব্যাগ ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য যেভাবে কাঠির উপর পাত বুনে চাবি লাগাবার প্রণালী বলা হয়েছে, সেইমত কাঠি বুনে লাগালে সহজে ঐ ব্যাগে চাবি লাগাতে পারবেন।

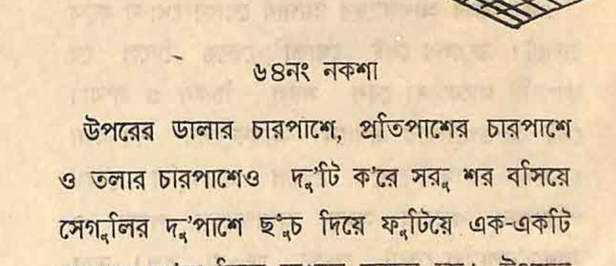
একটি বাঁশের ছোট টেবিল অথবা টিপয়-এর ফর্মা তৈরি ক'রে তার উপরের পাটাখানির জন্য আবশ্যক মত লম্বা ও চওড়ায় একটি বাঁশপাতের চাটাই বুনবেন। (৬৩ নং নকশা)। তার উপরে



৬৩নং নকশা

ঠিক সেই মাপের শরের পাতে আর একটি চাটাই বুনতে হবে। এই শরের পাতের চাটাইখানি ডায়মন্ড, টুইল, অথবা কলিটুইল প্রণালীতে বুনলে দেখতে সুন্দর হবে। বাঁশপাতের চাটাইয়ের উপর এই শরপাতের চাটাইকে সমান ক'রে বসিয়ে তার চারদিকে, তলে ও উপরে দু'খানি ক'রে বাতা জুড়ে তাকে উত্তমরূপে বেঁধে দেবেন। তার উপরে এই পাত একটি জড়িয়ে বাতাটি ঢেকে দেবেন, কিংবা 'অফিসে ট্রে' অথবা ডালা ইত্যাদি বাঁধবার জন্য তার বোনবার প্রণালী, যা আগেই বলা হয়েছে, সেই প্রণালীতে এর চারপাশ বুনে দেবেন। পাত জড়াবার জন্য কিংবা বোনবার জন্য একটি বড় ছুঁচ দিয়ে বরাবর ফুটো ক'রে পাতা ঢুকিয়ে বুনতে হবে। তারপর তাকে টেবিলের ফর্মার উপর লাগিয়ে উত্তমরূপে বেঁধে দিলে একটি সুন্দর ব্যবহারোপযোগী জিনিস তৈরি হবে। (৬৩ নং নকশা)।

শরের পাতে সুটকেশ অথবা বাক্স করতে হ'লে তাদের মাপ মত উপরের ডালার জন্য একটি, তলার জন্য একটি, ও চারপাশের জন্য চারটি এইরকম, মোট ছয়টি, যে মাপে, যেখানে প্রয়োজন হবে সেই মাপ অনুসারে শরের পাতে চাটাই বোনার অনুরূপ ডায়মন্ড বা টুইল বোনার প্রণালীতে বুনবেন। ঠিক সেই সকল মাপের আরও ছয়টি বাঁশের পাতে সরল বোনার নিয়মে একটি চাটাই বুনবেন। সেগুলি যেটি যার সঙ্গে মিশবে তাকে তার সঙ্গে মিশিয়ে একটি বাঁশের পাত এবং একটি শরের পাত, এইভাবে দু'টি ক'রে জুড়ে সবগুলির ধার বেঁধে দেবেন। তারপর বাঁশের পাতকে, ভিতরের দিকে রেখে ও শরের পাতকে উপরের দিকে তুলে প্রতি কোণে একটি ক'রে বাখারি লাগিয়ে গুণ-ছুঁচ ফুটিয়ে সেগুলিকে সুটকেশ অথবা বাক্সের আকারে বেঁধে দিতে হবে। কোণা বাঁধবার সময় বাখারিকে মিশিয়ে বাঁধলে কোণাগুলি বেশ শক্ত হয়। (৬৪ নং নকশা)।



৬৪নং নকশা

উপরের ডালার চারপাশে, প্রতিপাশের চারপাশে ও তলার চারপাশেও দু'টি ক'রে সরু শর বসিয়ে সেগুলির দু'পাশে ছুঁচ দিয়ে ফুটিয়ে এক-একটি জায়গায় বেঁধে দিলে দেখতে সুন্দর হয়। উপরের ডালাটি কবজা দিয়ে বা এক-একখানি চামড়া আটকে তাতে কাঁটা মেরে একটি পাশে লাগিয়ে দেবেন যাতে

তা সহজেই খুলতে বা বন্ধ করতে পারা যায়। এতে চামড়া দিয়েও হাতল লাগাতে পারেন।

চার-কোণা অন্য যে-কোন জিনিস এই পাতে করতে পারেন। উপরে বর্ণিত নিয়মেই তা করা যাবে; অথবা শরের কতকগুলি পাত তৈরি ক'রে সেগুলিকে তালপাতার চাটাই বোনার নিয়মে একটি সমতল জায়গায় বিছিয়ে দিয়ে তাতে যে-কোন নিয়মে তলাটি বুনবেন। তারপর প্রতিপাশে একটি পাটা বা পাত অথবা অন্য যে-কোন রকম শক্ত জিনিস রেখে বোনা অংশের অবশিষ্ট পাতগুলিকে বাঁকিয়ে উপরের দিকে মুড়ে দেবেন। এইভাবে চারদিকে পাতগুলিকে উঠিয়ে দিয়ে এক-একটি পাত তাতে লাগিয়ে যে-কোন দিক থেকে তাকে বুনতে আরম্ভ করবেন এবং এই পাতকে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনলে জিনিসটির চারদিকে দেওয়াল তৈরি হবে। শেষে উপরের ডালাটি কেবল তার একটি পাশে বুনে কিংবা পৃথকভাবে বুনে লাগিয়ে দিতে হবে। একে শক্ত করতে বাঁশের পাতের আর-একটি ঠিক সেই মাপের ডালা বুনে তার ভিতরে বসিয়ে তার চারপাশের মুখ বেঁধে দেবেন।

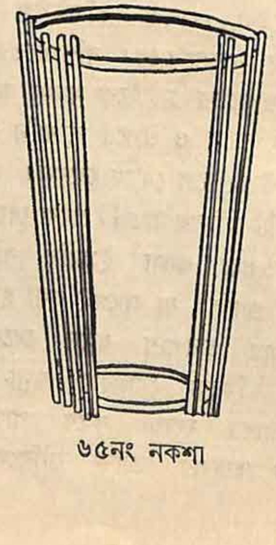
এই শর দিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, মোড়া, ফেরিওয়ালাদের ডালা রাখবার স্ট্যান্ড এবং অন্যান্য অনেক রকম জিনিস তৈরি করা যায়।

আখ ফুলের শর

একরকমের আখগাছের আগায় থোকা থোকা ফুল ফোটে। ফুলের সেই থোকা ভেঙে দিলে যে কাণ্ডটি থাকে তা বেশ সরল, চিকন ও লম্বা। সেই কাণ্ডগুলিকে এখানে আখফুলের শর বলা হয়েছে। আখ পেকে গেলে গাছগুলি কেটে পরিষ্কার করবার সময় আখগাছের পাতা ও আবর্জনাগুলি কেটে ফেলে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে এই শরগুলিও অকারণে নষ্ট হয়। তাকে শুকিয়ে লোকে জ্বালাবার জন্য ব্যবহার করে, কিন্তু এগুলি দিয়ে নানা রকমের জিনিস তৈরি করা যায়, তা হয় তো অনেকেই জানেন না।

আখগাছের ঐ শরগুলিকে সরু সরু ক'রে চিরে তা থেকে পাতগুলি বের ক'রে দিলে শরের পাতের মতো এতেও সুন্দর পাত বের হবে। শরের পাতে যেসকল জিনিস তৈরি হয়, এই আখফুলের শরেও সেইসব জিনিস বানানো যায়।

আখের শরকে না চিরে আস্ত রেখে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট তৈরি করা যায়। সাধারণত বাঁশের কাঠিতে এই বাস্কেট তৈরি হয়ে থাকে। বাঁশের কাঠিকে চেঁছে সরু ও সমান সমান কতকগুলি কাঠি তৈরি করতে বহু পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। সমান ও সরল কতকগুলি আখের শর কেবলমাত্র বেছে নিলেই চলে। এতে চাঁছা ইত্যাদি কোনরকম পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। একটি পেঁছে করতে যত লম্বা যতগুলি কাঠি প্রয়োজন হয় সেইরকম কতকগুলি আখের শর কেটে নেবেন। তলার জন্য একটি ছোট মুণ্ডি ও উপরদিকের জন্য একটি বড় মুণ্ডি এইভাবে দু'টি বাঁশের বাখারির মুণ্ডি ক'রে, সেই মুণ্ডি দু'টিতে কাঠিগুলির দু'মাথা কেবল বেঁধে দিলে টুকরির প্রায় অনেক কাজ শেষ হয়ে যাবে। (৬৫ নং নকশা)। তারপর মধ্যের জন্য মাপ ক'রে আর দু'টি সরু সরু বাখারির মুণ্ডি ক'রে ভিতরে লাগিয়ে দেবেন। এই



৬৫নং নকশা

মুণ্ডি দু'টি কেবল বেঁধে আটকে দিলেই চলবে। কিংবা সেই আখের শরের চাঁছা পাতে বেঁধে দিলে অথবা বুনে দিলে আরও সুন্দর দেখতে হবে। (৬৬নং নকশা)। প্রথম খণ্ডে তালছিলটের

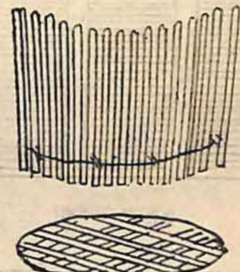


৬৬নং নকশা

ট্রের মুখ বেঁধে বোনার যে প্রণালী বলা হয়েছে, সেই প্রণালীতেই এর মুখ বেঁধে তার উপরে এই আখের শরের পাত বুনে দিলে দেখতে সুন্দর হবে। এই পাতগুলিকে রঙ করতে হ'লে প্রথম খণ্ডে তালপাতার রঙ করবার যে প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেই প্রণালীতে একেও রঙ করতে পারেন। তালপাতার রঙ করবার জন্য যেসকল রঙের প্রয়োজন, একেও রঙ করতে সেই সকল রঙের প্রয়োজন হয়। বাস্কেটের মুখ বাঁধতে বাস্কেটের মুখের মুণ্ডিটিতে প্রথমে কুটা অথবা বাঁশের বা বেতের চাঁছা আঁতি ইত্যাদি কতকগুলি জুড়ে তাতে সুতালি জড়িয়ে সকল দিকে সমান মোটা ক'রে বেঁধে শক্ত ক'রে দেবেন। তার উপরে সকল অংশে বা কতক অংশে রং-করা পাত কতকগুলি বিছিয়ে দিয়ে একটি দড়িতে বেঁধে দিয়ে তা আটকে রাখবেন। আর-একটি সাদা পাত নিয়ে তাকে যে-কোন জায়গায় লাগিয়ে বুনতে আরম্ভ করবেন। সরল নিয়মে একটির পর একটি রং-করা পাত উঠিয়ে বা টুইল নিয়মে দু'টির পরে দু'টি পাত উঠিয়ে বা অন্য-কোন নকশা করতে

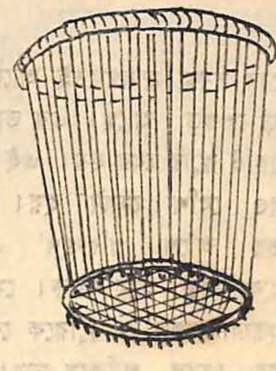
ইচ্ছা করলে সেই অনুসারে যে সংখ্যায় পাত তোলার প্রয়োজন হবে, সেই সংখ্যায় তুলে সাদা পাতটি কেবল জড়িয়ে জড়িয়ে বুনলে মুখটি সুন্দর হবে।

আখের শর দিয়ে যে বাজে কাগজ ফেলবার টুকরি তৈরি করবেন, তার তলাটি খড়কে অথবা সরু কাঠি দিয়ে ছকদিয়ে বেঁধে দিলে সুবিধে হবে ও শক্ত হবে। (৬৭ নং নকশা)।



৬৭নং নকশা

খড়কে বা বাঁশের কাঠিগুলি টুকরির নিচের বাড়তি কাঠিগুলির ফাঁকে ঢুকিয়ে দেবেন। (৬৮ নং নকশা)। তার এই কাঠি বা খড়কে নিচের

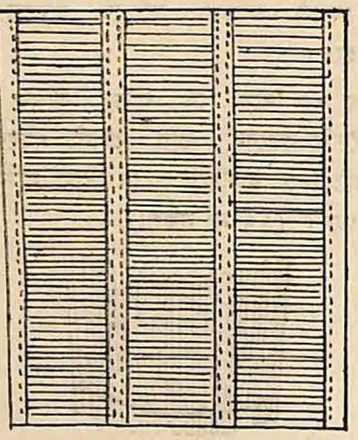


৬৮নং নকশা

মুণ্ডির সঙ্গে মিলিয়ে তার উপরে একটি আখের শরের পাত জড়িয়ে দেবেন। তা হ'লে তলাটি শক্ত হবে, সেই সঙ্গে দেখতে সুন্দর হবে।

কতকগুলি সমান মোটা আখের শর বেছে নেবেন ও তাকে সমান লম্বায় মাদুর বোনার মতন

কতকগুলি সুতা দিয়ে বুনে তাতে ৬৯ নং নকশা অনুসারে পরদা বুনলে খুব সুন্দর হবে। নিচে



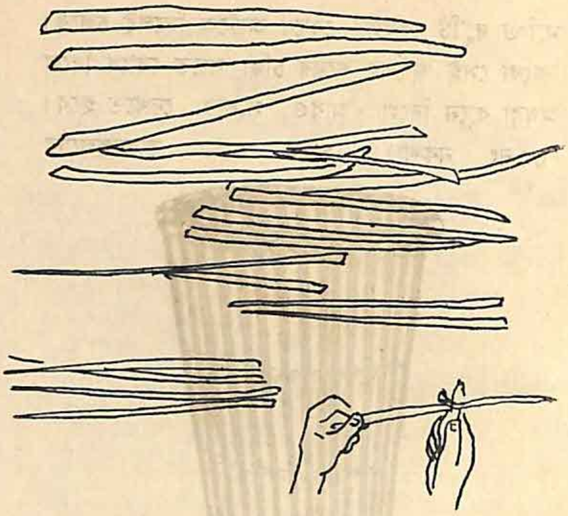
৬৯নং নকশা

ও উপরে এক-একটি বাতা লাগিয়ে তাতে দড়ি বেঁধে জানলায় টাঙিয়ে দেবেন। কিন্তু তার চারদিকে একটি ন্যাকড়ার পটি দু'পাশ থেকে জুড়ে সেলাই ক'রে দেবেন। ন্যাকড়াগুলি এক-রকমের রঙের হ'লে সুন্দর দেখতে হবে।

কেয়া

কেয়াগাছ প্রায় সকল জায়গাতেই আছে। কেয়া-গাছের বড় বড় শেকড় আছে। এর ডাল থেকেও আবার এক-একটি ঝুরি বের হয়। এই ঝুরিগুলি শেকড়ের চেয়েও বেশি মোটা হয়। শেকড় বা ঝুরির ভিতর আঁশে পরিপূর্ণ এবং এই আঁশগুলিও খুব শক্ত হয়ে থাকে। সেই কারণে কেউ কেউ কেয়ার শেকড় ও ঝুরিকে কেটে এনে, সেগুলিকে চিরে রোদে শুকিয়ে নেয়। শুকিয়ে গেলে তারা সেগুলিকে বেড়া বন্ধ করা ও ঘর ছাওয়ার কাজে দড়ির মতন ব্যবহার করে। এই শেকড় দিয়ে অনেকেই দাঁতন করেন। (৭০ নং নকশা)।

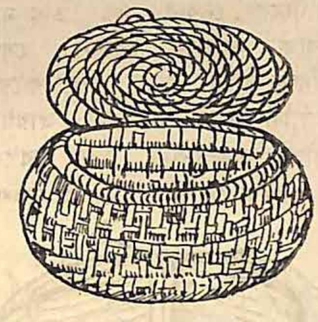
কেয়ার শেকড় ও ঝুরি দিয়ে অনেক রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করা যেতে পারে।



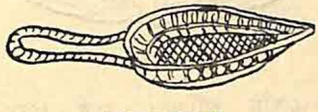
৭০নং নকশা

এই শেকড় ও ঝুরিকে মোটা মোটা ক'রে চিরে, সেগুলিকে রোদে শুকিয়ে নেবেন। সাত-আট ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি আধ-শুকনা হয়ে যাবে। আধ-শুকনা অবস্থায় সেই ফালাগুলি আবার আড়ভাবে খণ্ড-খণ্ড ক'রে চিরে নেবেন, আবার সেগুলিকে রোদে শুকাতে দেবেন। সম্পূর্ণভাবে শুকোবার আগেই সেগুলিকে একটি একটি ক'রে বাঁহাতে ধরবেন ও ডানহাতে একটি ছুরি নিয়ে সেগুলিকে চেঁছে নেবেন। আর কতকগুলি কেবল চিরে দিলে সেগুলি সমান সমান পাত হয়ে যাবে। এই নিয়মে এ-থেকে যত ও যে-কোন আকারের সমান ও মোটা মোটা গোলপাত করতে ইচ্ছা করবেন তা করতে পারবেন। এই কাঠি ও পাতগুলিকে যেদিকে যেভাবে মুড়তে ইচ্ছা করবেন তা সেইভাবে সহজেই মুড়তে পারেন। প্রথম খণ্ডে তালপাতা দিয়ে পুর দিয়ে বোনার যে নিয়ম বলা হয়েছে, সেই নিয়মে বুনে এ দিয়ে নানা রকম জিনিস বুনতে পারেন। এই বোনায় অন্যরকম পুরের বদলে এরই গোল গোল কাঠিগুলির উপরে সরু সরু পাতগুলিকে জড়িয়ে জড়িয়ে বুনলে বেশ সহজেই এইভাবে বুনে এ দিয়ে নানা রকমের ডালা, পেছে, কৌটা, প্যাঁটরা, বাক্স ও সুটকেশ

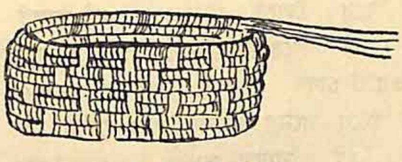
ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। (৭১-৭৩ নং নকশা)। যে-কোন রকম রং দিয়ে রং করুন না কেন, সহজেই সে সকল রং ধরবে।



৭১নং নকশা

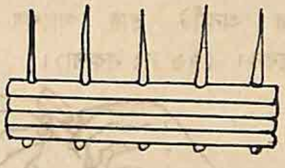


৭২নং নকশা



৭৩নং নকশা

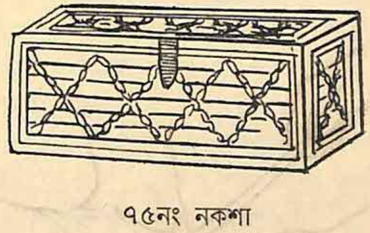
কেয়ার শেকড় বা ঝুরিকে মোটা মোটা ক'রে চিরে, সেগুলিকে শুকিয়ে নেবেন। শুকিয়ে গেলে সেগুলিকে ভালভাবে চেঁছে চিকন ক'রে নেবেন। একটি পাটার উপর রেখে একে ছুরি দিয়ে প্রথমে চাঁছবেন। পরে সমান সমান ক'রে কেটে দেবেন। যে জিনিসটি তৈরি করতে চান, তার মাপ অনুসারে প্রথম থেকে সেগুলিকে কেটে রাখলে যথেষ্ট সুবিধা হবে। এক-একটি বাক্স করতে হ'লে, সেটিকে যত লম্বা ও চওড়া করবার ইচ্ছা করবেন সেই অনুসারে কতকগুলি কাঠি লম্বা ও চওড়ায় কেটে নেবেন।



৭৪ নকশা

কতকগুলি খড়কে কাঠিকে গোঁজ ক'রে তা দিয়ে সেগুলিকে ৭৪ নং নকশা অনুসারে ফুটো ক'রে বাক্সটির ডালা, উপরের ডালা এবং চারপাশের জন্য একটি ডালা পৃথক পৃথকভাবে পাটার আকারে তৈরি করবেন। ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে সেই পাটাগুলির উপর সেলাই ক'রে নানাপ্রকার চিত্র করতে পারবেন। এর উপর যতই নকশা করবেন, তা ততই শক্ত হবে।

পরে তলা, উপর ও পাশের পাটাগুলি মিলিয়ে বাক্সের আকারে জুড়বেন এবং কোণায়, তলে এবং উপরের ধারে ধারে দু'টি ক'রে কাঁইচ অথবা দু'টি ক'রে আখের শর লাগিয়ে সেলাই ক'রে দেবেন। (৭৫ নং নকশা)।

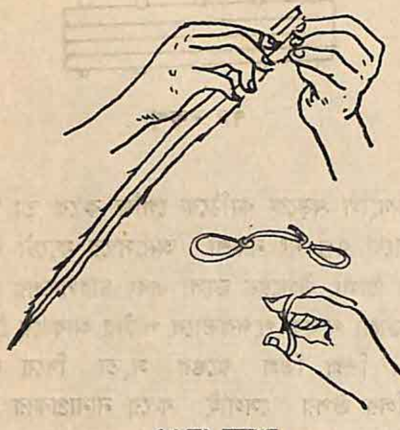


৭৫নং নকশা

কেয়াপাতা

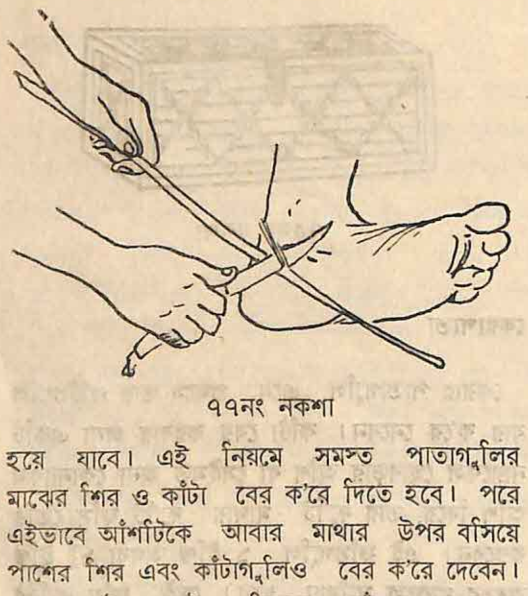
কেয়ার পাতাগুলি এনে প্রথমে তার কাঁটাগুলি বার ক'রে নেবেন। কাঁটা বের করবার জন্য একটি নারকেল ছোবড়ার আঁশ বা সেইমত অন্য কোনরকম আঁশ দিয়ে, তার দু'টি মাথায় দু'টি ফাঁস তৈরি করবেন। এই ফাঁসগুলি ১ ইঞ্চি অথবা ১½ ইঞ্চি অন্তর থাকলে সুবিধা হবে। সেই ফাঁস দু'টির মধ্যে একটি ফাঁস ডানহাতের বুড়ো আঙুলের

উপর লাগিয়ে অন্যটি তার পাশের আঙ্গুলে লাগিয়ে পরবেন। (৭৬ নং নকশা)।



৭৬নং নকশা

প্রথমে বাঁ-হাতে একটি কেয়াপাতা নেবেন। পাতাগুলির মাঝের শির প্রথমে বের ক'রে দেবেন। সেইজন্য এই মাঝের শির থেকে কিছু ভিতরের দিকে সেই পাতাটির মাথার উপরে ঐ আঁশটি বসাতে হবে। বাঁ-হাতে পাতাটি ধ'রে রাখতে হবে। ডান-হাতে আঁশটিকে লম্বালম্বিভাবে টেনে নিলে এর মধ্যে মাঝের শিরটি কাঁটার সঙ্গে বের

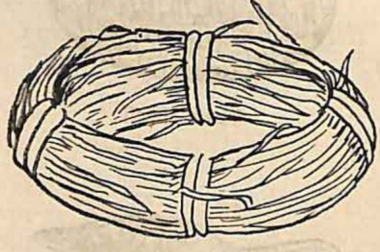


৭৭নং নকশা

হয়ে যাবে। এই নিয়মে সমস্ত পাতাগুলির মাঝের শির ও কাঁটা বের ক'রে দিতে হবে। পরে এইভাবে আঁশটিকে আবার মাথার উপর বসিয়ে পাশের শির এবং কাঁটাগুলিও বের ক'রে দেবেন। আবার ঐ একই নিয়মে আঁশের সাহায্যে পাতাগুলিকে সমান সমান চওড়ায় চিরে নেবেন।

নারকোল ছোবড়ার আঁশের বদলে খেজুরগাছের কাপড়ের আঁশ, তালফোপড়ার আঁশ অথবা সরু তারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাতাগুলি চিরে নেবার পর তার মূলগুলি একপাশ থেকে সাজিয়ে ধরবেন। সেগুলিকে ছোট ছোট বিড়ে ক'রে মুড়ে চাকা ক'রে বাঁধতে হবে। চাকাগুলি রেখে দু'-তিন জায়গায় সেই চেরা কেয়াপাতা এক-একটি ক'রে বেঁধে কেবল সেগুলিকে আটকে দেবেন। (৭৮নং নকশা)।



৭৮নং নকশা

তারপর একটি হাঁড়িতে জল গরম করবেন। জল বেশ ফুটে উঠলে একটি ক'রে চাকা তাতে ডুবিয়ে দেবেন। পাঁচ মিনিট পরে তাকে একটি কাঠি দিয়ে উলটে দেবেন। ওলট-পালট ক'রে পনর মিনিট পরে চাকাটিকে বের ক'রে নেবেন। অন্য একটি চাকা ডুবিয়ে সেইমত তাকেও ওলট-পালট ক'রে পনের মিনিট পরে সেটি বের ক'রে নেবেন। এই নিয়মে সমস্ত চাকাগুলিকে সেদ্ধ ক'রে নেবেন। চাকাগুলি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সেগুলিকে একটি হাঁড়িতে রেখে চাকাগুলিকে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা জল ঐ হাঁড়ির ভিতর ঢেলে দেবেন। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অন্তর একবার বা দু'বার ঐ জল বদল ক'রে নতুন জল দিতে পারলেই ভাল হয়। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে সেই জলগুলিকে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়ে সেগুলিকে ভালভাবে ধুয়ে ফেলবেন। পরে ঐ চাকাগুলি খুলে ফেলে রোদে সেগুলিকে বেশ ক'রে শুকিয়ে নেবেন। শুকোবার পর পাতাগুলিকে ভালভাবে সাজিয়ে বিড়া বেঁধে রাখতে হবে। সিদ্ধ করবার সময় সামান্য দুধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে পাতাগুলি আরও উজ্জ্বল হবে। দশ সের জলের সঙ্গে ১ বা ১ই ছটাক মেশাতে পারলেই যথেষ্ট।

রোদে পাতাগুলি শুকিয়ে গেলে সেগুলি মুড়ে যাবে। অবসর সময়ে ব'সে সেই মোড়া পাতাগুলিকে সোজা ক'রে সাজিয়ে রাখবেন।

পাতাগুলি সোজা ক'রে সাজাতে হ'লে প্রথমে একটি মোড়া পাতাকে ধ'রে তার মাথার দিকের একপাশ খুলে নেবেন। ঐ খোলা জায়গায় হাতের নখ দিয়ে টিপে ধরতে হবে ও অন্য হাতে পাতাটিকে টেনে নেবেন। (৭৬ নং নকশা)। তা হ'লে পাতাটি সহজেই খুলে যাবে এবং নরম হবে। সেইরকম পাতের উপর একটি কাঠি অথবা একটি ছুরির পিঠ বসিয়ে, পাতাটিকে অন্য হাতে টেনে নিলেও পাতাটি সহজেই খুলে যাবে।

পাতাটি এই নিয়মে খুলতে অসুবিধা হ'লে সেগুলিকে রাতে হিমের মধ্যে ফেলে রাখলে সহজেই খুলে যাবে। তালপাতার চাটাই বোনার যেসমস্ত প্রণালী এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে, তার যে-কোন প্রণালীর সাহায্যে এই পাতার চাটাই বোনা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণত কেয়াপাতার চাটাই একটি কোণ থেকে আরম্ভ ক'রে সরল বোনার নিয়মে বুনতে হয়। এর জন্য প্রথমে একটি পাতা মাটিতে বিছিয়ে দেবেন ও তার উপর আর-একটি পাতা দিয়ে ছক দেবেন। প্রথম পাতাটির সঙ্গে সমান্তরাল তার ঠিক নিচে দ্বিতীয় পাতাটির উপর অন্য একটি পাতা জুড়বেন। তারপরে দ্বিতীয় পাতার দু'টি পাশ প্রথম পাতার যে বাহু দু'টি বের হয়ে থাকবে, সেই বাহু দু'টিকে তৃতীয় পাতার দু'-বাহুর উপর মুড়ে আনবেন। তা হ'লে দ্বিতীয় পাতাটির দু'পাশে প্রথম পাতাটির দু'-বাহু মিশে তিনটি শাখা হয়ে যাবে। কেবল তৃতীয় পাতার দু'টি বাহু উপরের দিকে থাকবে।

এইভাবে নিচে যে তিনটি শাখা হ'ল, তার মধ্যে মাঝের শাখাটি মুড়ে উপরে তুলে ও তার দু'পাশের শাখা দু'টিকে নিচে দিয়ে আর একটি পাতা অর্থাৎ চতুর্থ পাতা জুড়বেন; এবং উপরের তৃতীয় পাতার বাহু দু'টিকে চতুর্থ পাতার দু'-বাহুর উপর মুড়ে আনবেন। এইভাবে পাঁচটি শাখা হয়ে যাবে।

তারপর মধ্যের শাখাটি নিচে ও তার দু'পাশের শাখার মধ্যে একটি উপরে ও একটি নিচে দিয়ে আর-একটি পাতা অর্থাৎ পঞ্চম পাতাটি মুড়বেন। উপরের চতুর্থ পাতার বাহু দু'টিকে এই পঞ্চম পাতার দু'-বাহুর উপরে মুড়ে আনবেন। এইভাবে ৭টি পাতা হবে।

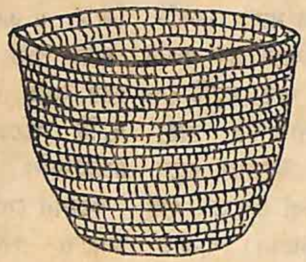
এই প্রণালীতে ও এইভাবে মাঝের শাখাটিকে একবার উপরে ও একবার নিচে রেখে তার দু'পাশের শাখাগুলির মধ্যে একটি নিচে ও একটি উপরে দিয়ে প্রতিবারে এক-একটি ক'রে পাতা জুড়বেন। উপরে যে পাতা দু'টি বের হয়ে আছে, তার পূর্বে জোড়া পাতাটির বাহু দু'টি মুড়ে আনতে থাকবেন। এইভাবে বুনে চাটাইখানি যত চওড়া ও যত লম্বা করতে ইচ্ছা করবেন সেই পরিমাণ পর্যন্ত বুনবেন। বুনতে আরম্ভ করবার আগে মাটিতে অথবা একটি কাগজে সমকোণ ক'রে দু'টি দাগ কেটে নেবেন। প্রথমে পাতা বিছিয়ে বুনতে আরম্ভ করবেন। চাটাইখানি বোনবার সময় তার দু'পাশ সেই সমকোণের বাহু-দু'টির সঙ্গে মিলিয়ে বুনবেন। চাটাইটি বরাবর সোজা ও সমকোণ হবে। প্রয়োজনমত লম্বা অথবা চওড়া পর্যন্ত বোনা শেষ হ'লে তার অন্য দু'টি পাশ বের করতে হবে।

এর জন্য যে পাতা শেষে বোনা হবে, কেবল সেই পাতাটি বাদ দিয়ে তার পরের যে পাতাগুলি বের হয়ে থাকবে, তার মধ্যে দু'-প্রান্তে দু'টি পাতা মুড়ে তাকে বাইরের অবশিষ্ট পাতাগুলির দু'দিক থেকে সরল বোনার প্রণালীতে একটি নিচে ও একটি উপরে রেখে দেবেন। পাতা দু'দিক থেকে বুনে এনে মধ্যে যে জায়গায় সমানভাবে মিশে যাবে, সেগুলি সে জায়গায় মিশিয়ে দেবেন।

তারপরে দু'টি মাথা থেকে অন্য দু'টি পাতা মুড়ে এনে আবার বাইরের পাতাগুলির সঙ্গে একটি নিচে ও একটি উপরে দিয়ে সেগুলি যে জায়গায় মিশবে, সেগুলিকে সেই জায়গায় মিশিয়ে দেবেন। এইভাবে দু'পাশে যতগুলি পাতা বেরিয়ে থাকবে সেগুলিকে এক-একটি ক'রে এনে শেষ করবার সময় কেবল মাঝের একটি পাতা বাকি থাকবে। তা ছাড়া, সকল পাতাগুলিই বোনা হয়ে যাবে, চাটাইখানিতে অবশিষ্ট দু'পাশ ভ'রে উঠবে। শেষে কেবল চারকোণায় চারটি পাতা বেরিয়ে

থাকবে। সেই পাতা চারটিকে উলটিয়ে বোনা অংশের সঙ্গে গ‍ুঁজে দিয়ে চাটাইখানি শেষ করবেন।

এইভাবে দ‍ু'টি চাটাই ব‍ুনে চাটাই দ‍ু'টিকে একসঙ্গে ম‍ুড়ে মিলিয়ে ধরবেন, এবং চারপাশের ম‍ুখ বেঁধে দেবেন। (৭৯ নং নকশা)।



৭৯নং নকশা

ম‍ুখ বাঁধবার জন্য চাটাই দ‍ু'টিকে প্রথমে একসঙ্গে ম‍ুড়ে ধ'রে তাকে এমনভাবে একটি দড়ি দিয়ে সেলাই করবেন, যাতে দড়ি দ‍ু'টি চাটাইকে একসঙ্গে গেঁথে বরাবর চাটাই দ‍ু'টির উপরে বেরিয়ে থাকবে। তারপর রঙীন পাতা-দ‍ু'টি নিয়ে সেই দড়ির নিচে দিয়ে তাকে দড়ির দ‍ু'পাশে ম‍ুড়ে দিলে তা চারটি শাখা হয়ে যাবে। সেই চারটি শাখাকে একটির পর একটি ম‍ুড়ে গ‍ুঁজবেন। তা হ'লে চারপাশে স‍ুন্দর একটি দড়ি মোড়ার মতন হয়ে চাটাইটির পাশ বাঁধা হয়ে যাবে।

কেয়া ও কেতকি খয়ের

কেয়াফ‍ুলের এবং কেতকিফ‍ুলের পাপড়িতে খয়ের বাঁধা হয়। এই খয়ের তৈরি করতে হ'লে সাধারণ খয়ের এনে তাকে শিলে অথবা হামান-দিস্তায় ভালভাবে গ‍ুঁড়া ক'রে নেবেন। (৮০ নং নকশা)। ছোট এলাচ, বড় এলাচ, পানমৌরি ও লবঙ্গাদি অল্প পরিমাণে গ‍ুঁড়া ক'রে তার সঙ্গে



৮০নং নকশা

মিশিয়ে দিতে হয়। আবশ্যকমত তাতে অল্প ক'রে জল দিয়ে ঐ খয়ের ও মসলার গ‍ুঁড়াকে গ‍ুলে কাদার মত ক'রে নেবেন। কেয়া অথবা কেতকির একটি বড় পাপড়ি নিয়ে তাতে আট-নয় ইঞ্চি পরিমিত লম্বা জায়গায় যতটা পরিমাণে ঐ কাদা খয়ের ধরবে তা দিয়ে ও ছোট ছোট পাপড়িগ‍ুলি দিয়ে তার খোলা অংশকে ভালভাবে ঢেকে দেবেন। বড় পাপড়ির যে অংশগ‍ুলি বের হয়ে থাকবে তা ম‍ুড়ে এনে একত্র ক'রে ধ'রে তার উপরে প্রথমে কলাবাসনা এবং ন্যাকড়ার পাড় দিয়ে জড়িয়ে সেগ‍ুলিকে এক-একটি ক'রে এক-একটি ডালায় সাজিয়ে রাখবেন আর সেগ‍ুলিকে ছায়ায় শ‍ুকোতে দেবেন।

কয়েকদিন পরে ভালভাবে শ‍ুকিয়ে গেলে, তার উপরের পাড় ও কলার বাসনাগ‍ুলি খ‍ুলে খয়েরগ‍ুলিকে একটি কাঁচের জারে অথবা একটি হাঁড়িতে সাজিয়ে ভালভাবে রেখে দেবেন।

এইভাবে কেয়া ও কেতকিফ‍ুলের স‍ুগন্ধ ঐ খয়েরের ভিতর থেকে যায়। যাঁরা পান খেতে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে এই কেয়া ও কেতকি খয়েরের যথেষ্ট সমাদর আছে।

কেতকি পাপড়িটিকে যদি একটি দোক্তার বোতলে রেখে সেটির ম‍ুখ বন্ধ ক'রে কিছ‍ুদিন রেখে দেওয়া যায়, তা হ'লে ঐ দোক্তায় কেতকির স‍ুন্দর স‍ুগন্ধ হয়।

পশ্চমু-৫৮/৯-৫২৯এক-১৫০০